বিক্রমোর্ব্বশী।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।



কলিকাতা
২৬ নং স্কটস্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



১৩০৮ সাল।

মূল্য ৸০ আনা।

অনুবাদকের নিবেদন

বিক্রমোর্ব্বশীর এই বঙ্গানুবাদে আমি মুখ্যতঃ বোম্বাই প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ শঙ্কর-পণ্ডিত-কর্ত্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছি। তিনি অনেকগুলি পুঁথি পরস্পরের সহিত মিলাইয়া, সম্যক্ বিচারপূর্ব্বক যে পাঠান্তরগুলি বিশুদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যে গ্রন্থ প্রচলিত, তাহার সহিত অনেক স্থলেই এই সকল পাঠ-সম্বন্ধে অনৈক্য দেখা যায়।

শঙ্কর-পণ্ডিতের প্রকাশিত গ্রন্থের আর একটি বিশেষত্ব এই, ইহাতে বঙ্গদেশ-প্রচলিত গ্রন্থের চতুর্থ অঙ্কের প্রাকৃত-গানগুলি একেবারে বর্জ্জিত হইয়াছে। তিনি এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি মূল গ্রন্থের মধ্যে যথাস্থানে না দিয়া পরিশিষ্টে পৃথকরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁর ভূমিকায় এই সম্বন্ধে কৈফিয়ৎও দিয়াছেন। তিনি বলেন :—

তিনি যে ৮ খানি পুঁথি মিলাইয়া দেখিয়াছেন তন্মধ্যে ৬টি উৎকৃষ্ট পুঁথিতে এই প্রাকৃত শ্লোকগুলির অস্তিত্ব মাত্র নাই। ভাষ্যকার "কাতবেম"ও ওই প্রাকৃত শ্লোকগুলি-সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই।

তা ছাড়া, এই প্রাকৃত-শ্লোকগুলি রাজার অবৃত্তি করিবার কথা। অথচ, শাস্ত্রমতে উত্তম পাত্রের প্রাকৃত ভাষায় কথা কওয়া কিম্বা কোন কিছু আবৃত্তি করা একেবারে নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় আপত্তি এই :—যে যে স্থলে রাজার মুখে এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি বসানো হইয়াছে, তাহারই ছায়া রাজার উক্তি-গত সংস্কৃত শ্লোকগুলিতেও আছে। প্রাকৃত শ্লোকগুলি সংস্কৃতেরই পৌনরুক্তি মাত্র।

তৃতীয় আপত্তি এই :—এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি রাজার উক্তি হইলেও উহার কোন কোন স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির অবস্থা অপ্রাসঙ্গিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এবং এরূপ শ্লোকও আছে যাহা আবৃত্তি করা রাজার পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত, অথচ সেগুলি কাহার আবৃত্তির বিষয় তাহাও স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না।

চতুর্থ আপত্তি এবং এইটি গুরুতর আপত্তি :—এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি যে যে স্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে সেই সেই স্থলে তাহার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বরং উহার দ্বারা সংস্কৃত শ্লোকগুলির স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা দিয়া সময়ে সময়ে অনর্থক রসভঙ্গ করা হয়।

সে যাহা হউক, প্রাকৃত গানগুলি প্রক্ষিপ্ত কি না সে বিষয়ে মতান্তর থাকিতে পারে। এক্ষণে, যাঁহারা এই প্রাকৃত গানগুলি পাঠ করিবার জন্য কুতূহলী তাঁহারা পূজনীয় মদগ্রজ * ৺ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বঙ্গদেশ-প্রচলিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অবিকল বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারেন।

* প্রায় ৩০ বৎসর অতীত হইল তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে সংস্কৃত নাটকের যথাযথ অনুবাদ (গদ্যে পদ্যে) প্রকাশ করিতে কেহ চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের সমস্ত খণ্ড নিঃশেষিত হওয়ায় উহা সম্প্রতি আবার পুনর্মুদ্রিত হইতেছে—শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। তৎকালীন সংবাদপত্রাদিতে এই বঙ্গানুবাদ বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছিল।

পাত্রগণ।

পুরুষবর্গ।

স্থত্রধার।

পারিপার্শ্বক।—স্থত্রধারের সহকারী নট

পুরুরবা।—প্রতিষ্ঠানের রাজা।

আয়ুঃ।—পুরুরবার পুত্র।

মানবক।—(বিদূষক) রাজার বয়স্য।

চিত্ররথ।—গন্ধর্ব্ব-রাজ।

নারদ।—দেবর্ষি।

পল্লব }
গালব } —ভরত মুনির শিষ্যদ্বয়

লাতব্য।—কঞ্চুকী।

রক্ষক, বৈতালিক ইত্যাদি।

স্ত্রীবর্গ।

উর্ব্বশী।—একজন অপ্সরা।

চিত্রলেখা।—(অপ্সরা) উর্ব্বশীর সখী।

সহজন্যা }
রম্ভা } —অপ্সরাগণ।
মেনকা }

দেবী ঔশীনরী।—(কাশীরাজ-দুহিতা) পুরুরবার মহিষী।

নিপুণিকা।—মহিষীর পরিচারিকা।

বৌদ্ধ-পরিব্রাজিকা, তাপসী, কিরাতী, যবনী ইত্যাদি।

বিক্রমোর্ব্বশী।

নান্দী

বেদান্ত যে পুরুষেরে —ভূলোক-দ্যুলোক-ব্যাপী—
এক বলি' করেন বর্ণন,
অন্য শব্দে অনির্ব্বাচ্য ঈশ্বর শব্দই যাঁতে
সার্থকতা করেছে অর্জ্জন,
প্রাণাদি সংযম করি' মুমুক্ষু জনেরা যাঁরে
আত্মা-মাঝে করেন সন্ধান,
ভকতি-সুলভ সেই মহাদেব তোমাদের
করুন গো মুকতি প্রদান॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধার।

সূত্র।—(নেপথ্যের দিকে অবলোকন করিয়া)
মারিষ! এই দিকে এস তো একবার।

পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ।

পারি।—মহাশয়! কি আজ্ঞা কর্‌চেন?

সূত্র।—দেখ মারিষ! এই পরিষদ্-মণ্ডলী, পূর্ব্ব-কবিগণের শৃঙ্গারাদি রসপূর্ণ অনেক নাটকের অভিনয় তো দেখেছেন। আজ আমি এই সভায় কালিদাস-রচিত একটি নূতন নাটকের অভিনয় করব। এখন তুমি পাত্রবর্গকে বল, তারা যেন স্ব স্ব কার্য্যে অবহিত হয়ে থাকে।

নট।—(প্রবেশ করিয়া) যে আজ্ঞে।

সূত্র।—আমি এখন এই সভাস্থ বহুতত্ত্বজ্ঞ কলাবিৎ পণ্ডিতগণের নিকটে অবনত-মস্তকে এই নিবেদন করচি ঃ—(প্রণিপাত করিয়া)

সুহৃদজনের প্রতি আনুকুল্য করিয়া বিধান
কিম্বা সদ্‌বস্তু-প্রতি প্রদর্শিয়া উচিত সম্মান
কাব্য-এ কালীদাসের শোনো সবে করি' অবধান॥

নেপথ্যে।—আমাদের রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!

সূত্র।—ওহে! আকাশে কুররীদের ন্যায় একটা করুণ-ধ্বনি শোনা যাচ্চে না? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, বুঝতে পেরেচি।—তাই বটে।

নারায়ণ-উরূদ্ভবা সুরাঙ্গনা উর্ব্বশী
কুবের-আলয়ে গিয়া আসিছিল ফিরি
হেন কালে অর্দ্ধ পথে দেবের অরাতি—সেই
দৈত্যগণ, করিল গো বন্দী তারে ঘিরি।
তাই যত অপসরা যাচিয়া শরণ
করিতেছে দেখ এবে করুণ ক্রন্দন॥

(প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা।

দৃশ্য।—আকাশ-পথ।

অপ্সরাগণের প্রবেশ!

অপ্সরাগণ।—যাঁরা দেবগণের পক্ষপাতী, আর যাঁদের আকাশে গতি-বিধি আছে, তাঁরা আমাদের রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

রথারূঢ় রাজা ও সারথীর প্রবেশ।

রাজা।—তোমরা আর ক্রন্দন কোরোনা। আমি, পুরুরবা, সূর্য্য-মণ্ডলে

গিয়ে এই মাত্র ফিরে আস্‌চি। তোমরা বল, কার হস্ত হতে তোমাদের পরিত্রাণ করতে হবে।

রম্ভা।—অসুরগণের গর্ব্বিত আক্রমণ হতে।

রাজা।—গর্ব্বিত অসুরেরা তোমাদের কি কোন অনিষ্ট করেচে?

মেনকা।—শুনুন মহারাজ! অন্যের কঠোর তপে ভীত সেই মহেন্দ্রের যিনি সুকুমার অস্ত্র-স্বরূপা, রূপ-গর্ব্বিতা লক্ষ্মীর যিনি প্রত্যাখ্যান-স্বরূপা, এবং যিনি স্বর্গের অলঙ্কার—সেই আমাদের প্রিয়সখী উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে সঙ্গে করে' কুবের-ভবন থেকে ফিরে আসছিলেন, এমন সময় হিরণ্যপুরবাসী কেশী দৈত্য হঠাৎ এসে তাঁদের বন্দী করলে।

রাজা।—সেই দস্যু কোন্ দিক দিয়ে গেছে তা কি জান?

অপ্স।—পূর্ব্বোত্তর দিক দিয়ে।

রাজা।—আচ্ছা, তোমরা বিষণ্ন হয়ো না। আমি তোমাদের সখীকে ফিরিয়ে আন্‌বার চেষ্টা করচি।

অপ্স।—(সহর্ষে) এ কাজ চন্দ্রবংশীয় রাজাদেরই উপযুক্ত বটে।

রাজা।—কোথায় তোমরা আমার জন্য প্রতীক্ষা করবে?

অপ্স।—এই হেমকূট-শিখরে।

রাজা।—সারথি! শীঘ্র ঈশান-দিকে অশ্বদের চালাও।

সার।—যে আজ্ঞে। (তথা করণ)

রাজা।—(রথ-বেগ দেখিয়া) সাধু সাধু! এরূপ রথবেগ হলে—ইন্দ্র-শত্রু দৈত্যের কথা দূরে থাক্—অগ্রগামী গরুড়কেও ধর্‌তে' পারা যায়। দেখ :—

রথ-অগ্রে মেঘ-রাশি, চূর্ণ হয়ে ধূলি-জালে
হয় পরিণত,
চক্র-অর-গুলি-মাঝে, ভ্রম হয় আরো যেন
আছে অর কত।

দ্রুত-গতি অশ্ব-শিরে, চিত্র-স্থির চামরটি
দীর্ঘ প্রসারিত,
বায়ু-বেগে ধ্বজ-পট, ধ্বজ-যষ্টি-প্রান্ত-মধ্যে
সম-অবস্থিত ॥)

(রাজা ও সারথীর প্রস্থান)

রম্ভা।—ওলো! চল্ আমরাও সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে অপেক্ষা করিগে।

(হেমকূট শিখরে আরোহণ)

দৃশ্য।—হেমকূট-শিখর।

রম্ভা।—যে শেল আমাদেয় হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েচে রাজর্ষিই কি তা উদ্ধার করবেন?

মেনকা।—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, যুদ্ধ উপস্থিত হলে' মহেন্দ্রও তাঁকে বহু সম্মানের সহিত মধ্যম-লোক হতে আনিয়ে নিজ বিজয়-সেনার সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করে' থাকেন।

রম্ভা।—সম্পূর্ণরূপে জয়ী হও, এই আমার ইচ্ছা। (ক্ষণমাত্র থাকিয়া প্রস্থান)

সহজন্যা।—ওলো! আশ্বস্ত হ! আশ্বস্ত হ! ঐ দেখ্, রাজর্ষির সেই "সোমদত্ত" নামে হরিণ-পতাকার রথটি দেখা যাচ্চে; উনি যে অকৃতকার্য্য হয়ে ফিরে আসবেন এরূপ মনে হয় না।

(সকলের ঊর্দ্ধদিকে নেত্রপাত)

রথারূঢ় রাজা, সারথী, এবং চিত্রলেখার হস্তাবলম্বনে ভয়-নিমীলিতাক্ষি উর্ব্বশীর প্রবেশ।

চিত্রলেখা।—সখি! আশ্বস্ত হও! অশ্বস্ত হও!

রাজা।—সুন্দরি আশ্বস্ত হও! আশ্বস্ত হও!

দূর হল সর্ব্ব ভয়, শোনো গো ললনে!
বজ্রীর মহিমা রক্ষা করে ত্রিভুবনে।

উন্মীলিত কর তবে
ও বিশাল পঙ্কজ-নয়ান
যামিনীর অবসানে
প্রস্ফুটিতা নলিনী-সমান॥

চিত্র।—ও মা কি হবে! প্রাণটা আছে, কেবল নিঃশ্বাসেই জানা যাচ্চে—কিন্তু এখনও চৈতন্য হয় নি।

রাজা।—তোমাদের সখী অত্যন্ত ভয় পেয়েচেন। দেখনা কেন:—

বিকচ কুসুম-প্রায় কোমল-বন্ধন হৃদি
এখনো তো ত্যজেনি কম্পন,
হরি-চন্দনেতে মাখা স্তন-মধ্য উচ্ছ্বাসিয়া
ওই দেখ করিছে জ্ঞাপন॥

চিত্র।—ওলো! তুই আপনাকে প্রকৃতিস্থ কর্। তোকে যে আর অপ্সরা বলেই মনে হচ্চে না।

(উর্ব্বশীর চৈতন্য লাভ)

রাজা।— এই যে, তোমার সখী এখন প্রকৃতিস্থা হয়েচেন। দেখ:—

বরতনু ভায় এবে মোহ-মুক্ত হয়ে
তমোমুক্ত রাত্রি যথা শশাঙ্ক-উদয়ে;
কিম্বা নৈশ অগ্নি-শিখা
হয় যথা প্রায় ধূম-হীন,
গঙ্গা পুন স্বচ্ছ যথা
তট-ভঙ্গে হইয়া মলিন॥

চিত্র।—সখি! এখন নিশ্চিন্ত হ। সেই দেবশত্রু দানবেরা নিশ্চয়ই পরাভূত হয়েচে।

উর্ব্ব।—(চক্ষু উন্মীলন করিয়া) ধ্যান-প্রভাবে দেখ্‌তে পেয়ে মহেন্দ্র কি তাদের পরাভব করলেন?

চিত্র।—মহেন্দ্র নয়—মহেন্দ্র-সদৃশ মহানুভব এই রাজর্ষি।

উর্ব্ব।—(রাজাকে দেখিয়া স্বগত) দানবেরা তবে তো আমার উপকারই করেচে।

রাজা।—(উর্ব্বশীকে প্রকৃতিস্থা দেখিয়া স্বগত) সমুদয় অপ্সরাগণ নারায়ণ-ঋষিকে প্রলোভন দেখাতে গিয়ে ঊরু-সম্ভবা এই উর্ব্বশীকে দেখে যে লজ্জিত হয়েছিল, তাতে আর বিচিত্র কি। কিন্তু এঁকে তো তপস্বীর সৃষ্টি বলে' মনেই হয় না। আচ্ছা তবে :—

কান্তিপ্রদ শশাঙ্ক কি এঁর জনয়িতা ?
আদি-রস-একাশ্রয় স্মর কিগো পিতা ?
কুসুম-আকর যেগো মধু চৈত্রমাস,
তাঁহা হতে ইনি কিগো হলেন প্রকাশ ?
বেদাভ্যাসে জড়মতি—বিষয় হইতে যাঁর
প্রত্যাহৃত সকল কামনা
পুরাণ সে ব্রহ্মমুনি, সৃজিতে পারেন কিগো
অপূর্ব্ব এ রূপসী ললনা ?

উর্ব্ব।—ওলো! সখিরা কোথায় ?

চিত্র।—অভয়দাতা মহারাজই জানেন।

রাজা।—(উর্ব্বশীকে দেখিয়া) তোমার সখিরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে আছেন। তা হবারই কথা।

দৈব-বশে যেই জন, নেত্র-পথ-মাঝে তব
পড়ে একবার,
সুন্দরি! তাহারো হৃদি, হয় যদি উৎকণ্ঠিত
বিরহে তোমার,
সখ্য-রসে আর্দ্র যেগো সখীজন, না জানি কি
হয় গো তাহার॥

উর্ব্ব।—(চুপি চুপি) এঁর কথাগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মত। এতে আশ্চর্য্যই বা কি, চাঁদ থেকেই তো অমৃত ক্ষরণ হয়। (প্রকাশ্যে) এইজন্যই আমার হৃদয় সখীকে দেখ্‌বার জন্য এত উৎসুক হয়েছে।

রাজা।—(হস্ত দ্বারা প্রদর্শন) সুন্দরি! ঐ দেখ ঃ—

রাহু-গ্রাস হতে মুক্ত, চন্দ্রে যথা দেখে লোকে
উৎসুক নয়ানে,
সেইরূপ হেমকূটে, সখীজন চেয়ে আছে
তব মুখ পানে॥

চিত্র।—ওলো দ্যাখ্‌।

উর্ব্ব—(রাজাকে সস্পৃহ নয়নে দেখিতে দেখিতে) ব্যথার ব্যথী হয়ে আমাকে যেন নয়ন ভোরে' পান কর্‌চে।

চিত্র।—ওলো! কে সে?

উর্ব্ব।—সখীজন।

রম্ভা।—চিত্রা ও বিশাখার সহিত ভগবান চন্দ্রের মত, চিত্রলেখা ও উর্ব্বশীর সহিত ঐ দেখ সেই রাজর্ষি এখানে এসে উপস্থিত।

মেনকা।—(নিরীক্ষণ করিয়া) দুইটিই সুখের ঘটনা উপস্থিত। একটি— সখীকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে; আর একটি—রাজর্ষির শরীর অক্ষত দেখা যাচ্চে।

সহজন্যা।—ঠিক্ বলেচ, দানবেরা যে দুর্দ্দান্ত।

রাজা।—সারথি! এই সেই শৈল-শিখর। এই খানে রথ নামাও।

সারথি।—যে আজ্ঞে। (তথা করণ)

রাজা।—(রথের ঝাঁকানি অনুভব করিয়া স্বগত) আহা! কি সৌভাগ্য! এই বিষম স্থানে অবতরণ করে' আমার মনোমত ফল লাভ হ'ল।

রথ-আন্দোলনে এই, স্কন্ধে স্কন্ধে পরস্পর
হয়ে ঘরষণ
কণ্টকিত হল তনু,মদন করিল যেন
অঙ্কুর রোপণ॥

উর্ব্ব।—(সলজ্জ ভাবে) ওলো! একটু সরে' বোস্।

চিত্র।—(সস্মিতা) না আমি তা পারব না।

রম্ভা।—এসো আমরা রাজর্ষিকে অভ্যর্থনা করি। (সকলে অগ্রসর)

রাজা।—সারথি! এইখানে রথ রেখে দেও ঃ—

যাবৎ না সুনয়নী অতি উৎকণ্ঠিত
উৎকণ্ঠিত সখীসনে না হন মিলিত
—যেমতি বসন্ত-লক্ষ্মী লতার সহিত॥

সারথী।—যে আজ্ঞা। (রথ স্থাপন)

অপ্সরাগণ।—সৌভাগ্যক্রমে মহারাজের জয়লাভ হয়েচে।

রাজা।—তোমাদেরও সখীর সঙ্গে মিলন হ'ল।

উর্ব্ব।—(চিত্রলেখা-দত্ত হস্ত অবলম্বন করিয়া রথ হইতে অবতরণ) ওলো! আয় তোরা, আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন কর্—আবার যে আমি সখীদের দেখ্ ব এরূপ আশা ছিল না।

(সখীদের সত্বর আলিঙ্গন)

রম্ভা।—(আগ্রহের সহিত) মহারাজ! আপনি শত যুগ ধরে' পৃথিবী পালন করুন!

সারথী।—মহারাজ! পূর্ব্বদিক হ'তে মহাবেগে যেন একটা রথ আস্‌চে এইরূপ শব্দ হচ্চে।

গগন হইতে দেখ—তপত-কনক-বালা
হস্তে বিভূষিত—
নামিছেন কোন জন শৈলাগ্রে, জলদ যেন
তড়িত-জড়িত॥

অপ্সরাগণ।—(দেখিতে দেখিতে) ওমা! একি! চিত্ররথ যে!

চিত্ররথের প্রবেশ।

চিত্ররথ।—(রাজাকে দেখিয়া বহুমান সহকারে) আমাদের কি সৌভাগ্য! আপনি নিজ বিক্রম-প্রভাবে আমাদের প্রভুর মহোপকার সাধন করেছেন।

রাজা।—একি! গন্ধর্ব্বরাজ যে! (রথ হইতে নামিয়া) এসো সখা এসো। (পরস্পর করস্পর্শ করিয়া)

চিত্র।—দেখ সখা! কেশি দৈত্য উর্ব্বশীকে হরণ করেছে নারদের মুখে শুনে ইন্দ্র তাকে ফিরিয়েআনবার জন্য গন্ধর্ব্বসেনাকে আদেশ করেন। তার পর বিমানচারীদের মুখে ঃ—

জয়-বার্ত্তা শুনি' তব, রাজন হয়েছি আমি
হেথা উপস্থিত।
উঁহারে লইয়া সঙ্গে ইন্দ্র-সাথে দেখা করা
তোমার উচিত।

বাস্তবিক, আপনি ইন্দ্রের মহোপকার সাধন করেছেন। দেখুন—

পূর্ব্বে নারায়ণ মুনি, ইন্দ্রতরে উর্ব্বশীরে
করেন সৃজন।
উদ্ধারিয়া দৈত্য হতে, আপনি হলেন তার
সুহৃদ্ এখন॥

রাজা।—না সখা, তা নয়। দেখ ঃ—

ইন্দ্র-অনুগত লোক
শত্রুরে যে করে পরাভব
ইন্দ্রেরি মহিমা সেতো
—সেতো সখা তাঁহারি গৌরব।

ভূধর-কন্দর হতে
সিংহের যে উঠে প্রতিধ্বনি
তাই শুধু শুনি' গজ
প্রাণভয়ে পলায় অমনি ॥

চিত্ররথ।—ঠিক কথা। বিনয়ই বিক্রমের অলঙ্কার।

রাজা।—সখা! ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করবার এ উপযুক্ত সময় নয়। অতএব তুমিই উর্ব্বশীকে সঙ্গে করে' প্রভুর নিকটে নিয়ে যাও।

চিত্র।—সখা! তোমার যা অভিপ্রায়। আপনারা এই দিক দিয়ে আসুন, এই দিক দিয়ে।

(অপ্সরাগণের প্রস্থান)

উর্ব্ব।—(জনান্তিকে) ওলো চিত্রলেখা! আমাদের উপকারী এই রাজর্ষির সঙ্গে আমি কথা কইতে পারচিনে, তা সখি তুই আমার মুখপাত্র হ'।

চিত্রলেখা।—(রাজার নিকটে গিয়া) মহারাজ! আমার সখী উর্ব্বশী বলচেন:—যদি মহারাজের অনুমতি হয়, তাহলে ওঁর ইচ্ছা, প্রিয়তমা সখীর মত আপনার বিজয়-কীর্ত্তিকে সঙ্গে নিয়ে উনি এখন সুরলোকে যাত্রা করেন।

রাজা।—আচ্ছা উনি যান, কিন্তু আবার যেন দর্শন পাই।

(সকলে গন্ধর্ব্বগণের সহিত আকাশে উত্থান)

উর্ব্ব।—(উর্দ্ধ গমনে বাধা পাইয়া) ওমা! আমার একাবলী হারটি লতা-গাছের ডালে জড়িয়ে গেছে। (ফিরিয়া আসিয়া) ছাড়িয়ে দে তো সখি!

চিত্র।—(সস্মিতা) হাঁ, তাই তো, এযে ভারি এঁটে জড়িয়ে গেছে। মনে হচ্চে তো ছাড়ানো যারে না—আচ্ছা তবু একবার দেখি ছাড়াতে পারি কিনা।

উর্ব্ব।—প্রিয়সখি! তোর এই কথাটা যেন মনে থাকে।

রাজা।—(লতার বন্ধন মোচন)

লতা! বড় উপকার করিলি আমার
ক্ষণকাল বাধা দিয়া গমনে উহার।
অপাঙ্গ-নয়নী তাই, অর্দ্ধেক বদন
ফিরাইয়া মোরে আজি করিল দর্শন॥

সারথি।—দেখুন মহারাজ ঃ—

ইন্দ্র-শক্র দৈত্যদের, নিম্নে নিঃক্ষেপ করি'
লবণ-সাগরে
তূণে তব বায়বাস্ত্র, পশে যেন মহোরগ
আপন বিবরে॥

রাজা—আচ্ছা তবে, রথ আমার পাশে নিয়ে এসো—আমি উঠি।

সারথি।—(তথা করণ)

রাজা।—(আরোহণ)

উর্ব্ব।—(সস্পৃহভাবে রাজাকে দেখিতে দেখিতে সনিঃশ্বাসে সখীর সহিত প্রস্থান)

চিত্ররথ।—(প্রস্থান)

রাজা।—(উর্ব্বশীর পথ-পানে উর্দ্ধমুখ হইয়া) কি আশ্চার্য্য! মদন দুর্লভজনেরই অভিলাষী।

বিষ্ণুপদ-মধ্যাকাশে, ওই দেখ সুরঙ্গনা
করিল গমন।

রাজ-হংসী ছিন্ন-মুখ মৃণালের সূত্র যথা
করে আকর্ষণ
তেমনি অপ্সরা-বালা দেহ হতে মন মোর
করিল হরণ॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি প্রথম অঙ্ক !

দ্বিতীয় অঙ্ক।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—নিমন্ত্রণিক যেমন গরম পরমান্ন মুখে ধরে' রাখ্‌তে পারে না, তেমনি আমি এত লোকের মাঝে রাজ-রহস্যটা জিবের উপর ধরে রাখ্‌তে পারচিনে—টগ্‌বগ্‌ করে' যেন ফুট্‌চে। তা, যতক্ষণ মহারাজা ধর্ম্মাসন হতে না ওঠেন ততক্ষণ আমি "দেবচ্ছন্ন"-প্রাসাদে একটা নির্জ্জন স্থানে গিয়ে বসে থাকি গে।

(পরিক্রমণ করিয়া অবস্থান)

দাসীর প্রবেশ।

দাসী।—কাশীরাজ-কন্যা দেবী আমাকে বল্লেন "দেখ্ নিপুনিকে! মহারাজা সূর্য্যদেবের ওখান থেকে ফিরে আস্‌বার পর থেকে তাঁকে ভারি অন্যমনস্ক দেখ্‌চি। তা, তুই মানবক-ঠাকুরের কাছ থেকে রাজার এই উৎকণ্ঠার কারণটা জেনে আয় দিকি"। এখন কি করে সেই বিট্‌লে বাওনাটার কাছ থেকে কথা বের করে'নি? কিন্তু আমার মনে হয়, পাত্‌লা ঘাসের উপর যেমন শিশিরের জল বেশিক্ষণ থাকে না, রাজার লুকোনো কথাটাও তার পেটে বেশি ক্ষণ থাক্‌বে না। এখন তবে একবার খুঁজে দেখি সে কোথায় আছে। এই যে, একটা চিত্রিত বানরের মত মানবক-ঠাকুর দেখনা কেমন চুপ্‌টি করে' বসে আছে। এখন তবে ওর কাছে এগিয়ে যাই। (নিকটে গিয়া) ঠাকুর! প্রণাম।

বিদূ।—কল্যাণ হোক্! (স্বগত) এই দুষ্ট দাসী বেটিকে দেখে সেই রাজ-রহস্যটা যেন আমার হৃদয় ভেদ করে' বেরুবার উপক্রম

করচে। ওগো নিপুনিকে! সঙ্গীত-কার্য্য ছেড়ে এখন কোথায় যাওয়া হচ্চে?

দাসী।—দেবীর আজ্ঞায় আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।

বিদূ।—দেবী কি আজ্ঞা করেছেন?

দাসী।—দেবী বল্লেন, "ঠাকুর চিরকাল আমার পক্ষপাতী, আমার দুঃখ-কষ্ট হলে কখন তিনি উপেক্ষা করেন নি।"

বিদূ।—নিপুনিকে! সখা কি দেবীর প্রতি কোন বিরুদ্ধ আচরণ করেছেন?

দাসী।—যে স্ত্রীলোকটির জন্য মহারাজ আন-মনা হয়ে আছেন, তার নাম ধরে' মহারাজ দেবীকে কখন কখন ডাকেন।

বিদূ।—(স্বগত) কি?—মহারাজ নিজেই রহস্য ভেদ করেছেন? তবে আমি কেন মিছে আমার জিবটাকে আট্‌কে রেখে কষ্ট পাই? (প্রকাশ্যে) হাঁ, উর্ব্বশী নামে কে একজন অপ্সরা আছে, তাকে দেখে উন্মত্ত হয়ে শুধু যে তাঁরই কষ্ট হচ্চে তা নয়, আমোদ-প্রমোদে ব্যাঘাত হওয়ায় আমারও যারপর নাই কষ্ট হচ্চে।

দাসী।—(স্বগত) এইবার মহারাজের রহস্য-দুর্গ ভেদ করা গেছে। এখন তবে দেবীকে গিয়ে বলিগে।

বিদূ।—নিপুনিকে! আমার নাম করে' কাশীরাজ-কন্যাকে এই কথা বলগে:—"আচ্ছা, আমি সেই মৃগতৃষ্ণা হতে সখাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টায় চল্লেম—পরে এসে দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।"

দাসী।—যে আজ্ঞে, তাই বল্‌ব।

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে।)

বৈতালিক।—

প্রজাগণ পক্ষে দেখ সূর্য্য ও তোমার কাজ
উভয়ি সমান।

সবিতার আলোকেতে ত্রিলোকের অন্ধকার
হয় অন্তর্ধান,
তোমারো দর্শন-লাভে দুঃখ নাশে প্রজাদের
হরষিত-প্রাণ।
গ্রহপতি সূর্য্যদেব ব্যোম-মধ্যে ক্ষণ তাঁর
হয় অবস্থান,
দিবসের ষষ্ঠভাগে তুমিও তো একবার
করগো বিশ্রাম॥

বিদূ।—(কাণ পাতিয়া শ্রবণ) এইবার মহারাজ ধর্ম্মাসন থেকে উঠে এই দিকে আস্‌চেন—এইবার তবে ওঁর কাছে যাই।

(প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য। প্রয়াগ-প্রদেশে পুরুরবাদিগের প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান।

উৎকন্ঠিত রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ।

রাজা।—

মদন অব্যর্থ শরে, এ মোর হৃদয় মাঝে
রাখে পথ করি',
দরশন মাত্রে তাই, পশে মোর হৃদে সেই
ত্রিদিব-সুন্দরী॥

বিদূ।—(স্বগত) বেচারী কাশীরাজ-কন্যার নিশ্চয়ই কষ্ট হয়েচে।

রাজা।—তোমাকে যে গোপনীয় কথাটি বলে ছিলেম তা তো কাউকে বলনি?

বিদূ।—(চিন্তিত হইয়া স্বগত) সেই নিপুনিকা দাসী বেটি নিশ্চয়ই আমাকে ঠকিয়েচে—নৈলে মহারাজ এ কথা জিজ্ঞাসা করবেন কেন ?

রাজা।—তুমি যে চুপ্ করে' আছ ?

বিদূ।—দেখুন মহারাজ ! আমার জিব্‌টাকে এরূপ সংযত করে' রেখেছি যে আপনার কথারও প্রত্যুত্তর আমি সহসা দিচ্চি নে।

রাজা।—এই ঠিক্। এখন কি করে' সময় কাটাই বল দিকি ?

বিদূ।—চলুন, পাক-শালায় যাওয়া যাক্।

রাজা।—সেখানে কি হবে ?

বিদূ।—সেখানে পাঁচ রকম আহারের আয়োজন হচ্চে দেখে উৎকণ্ঠা দূর হবে।

রাজা।—(সস্মিত) তুমি যা চাও তা সেখানে নিকটে দেখ্‌তে পেয়ে তোমার সুখ হবে বটে কিন্তু আমি যা চাই সে যে অতি দুর্ল্লভ বস্তু—আমার সময় কি করে' কাট্‌বে ?

বিদূ।—উর্ব্বশী তো আপনাকে দেখেচেন্ ?

রাজা।—তাতে কি ?

বিদূ।—তাহলে আমার তো মনে হয়, আপনি যা চান তা দুর্ল্লভ হবে না।

রাজা।—তাঁর রূপের পক্ষপাতী হলেই বা কি হবে ?—তিনি যে অলৌকিক।

বিদূ।—আপনার কথা শুনে আমার কৌতূহল বৃদ্ধি হচ্চে! আচ্ছা মহারাজ! আমি যেমন বিরূপে অদ্বিতীয়, তিনি কি সেই রকম রূপে অদ্বিতীয় ?

রাজা।—দেখ মানবক, তাঁর প্রতি অঙ্গের বর্ণনা করা অসম্ভব, তাই আমি সংক্ষেপে বল্‌চি শোনো।

বিদূ।—বলুন—আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুন্‌চি।

রাজা।—দেখ সখা !

এমন সে তনুখানি—অলঙ্কার তারো যেন
হয় অলঙ্কার,
বেশ ভূষা প্রসাধন তারো যেন প্রসাধন
বিশেষ প্রকার,
উপমার স্থল যাহা তারো যেন একমাত্র
উপমা-আধার॥

বিদূ।—আপনি দেখ্‌চি তবে দিব্য-রসাভিলাষী হয়ে চাতক-বৃত্তি অবলম্বন করেচেন।

রাজা।—দেখ সখা! বিজন প্রদেশ ছাড়া উৎকণ্ঠিত ব্যক্তির আর কোন আশ্রয়-স্থান নাই। আমাকে তবে এখন প্রমদবনের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

বিদূ।—(স্বগত) এর আর উপায় কি। (প্রকাশ্যে) এই দিকে মহারাজ এই দিকে। (পরিক্রমণ করিয়া)। প্রমদবনের সীমার মধ্যে যে আমরা এসেচি, তা এই দক্ষিণের বাতাসেই জানা যাচ্চে।

রাজা।—হাঁ, এযে দক্ষিণ-বায়ু, তা বেশ বুঝ্‌তে পারা যাচ্চে। এই দক্ষিণের বাতাস—

মাধবীরে ভিজাইয়া, কুন্দলতা নাচাইয়া,
প্রেম ও দাক্ষিণ্য—দুই করে বিতরণ।
দেখি এই ভাব ওর, হেন মনে হয় মোর
—ব্যবহারে অবিকল যেন কামীজন॥

বিদূ।—মহারাজ! আপনারও ঠিক্ এইভাব। (পরিক্রমণ) এই প্রমদবনের দ্বার, এইবার প্রবেশ করুন।

রাজা।—সখা! তুমি আগে যাও।

উভয়ে।—(প্রবেশ)।

রাজা।—(সম্মুখে দেখিয়া) সখা! আমি মনে করেছিলেম, প্রমদ-

বনে প্রবেশ করলেই আমার কষ্ট দূর হবে; কিন্তু কৈ, তা তো হচ্চে না—বরং তার বিপরীতই দেখা যাচ্চে।

পশি' এ উদ্যান মাঝে, কোথা শান্তি? মনে এবে
হতেছে আমার
—স্রোতোবেগে নীয়মান জন যথা, প্রতিকূলে
দেয় গো সাঁতার॥

বিদূ।—কেন বলুন দিকি?

রাজা।— দুর্ল্লভ বস্তুর আশে
দুর্নিবার বাসনা পুষিয়া
পঞ্চবাণ পূর্ব্ব হতে
উৎকণ্ঠিত করিল এ হিয়া।
তার পর দেখি যবে, উন্মুলিয়া পাণ্ডুপত্র
মলয় পবন
উপবন-সহকারে নবীন অঙ্কুর তার
করে উৎপাদন,
তখন ভাবিয়া দেখ, প্রাণ মোর আরো কত
হয় উচাটন॥

বিদূ।—মহারাজ দুঃখ করবেন না। অনঙ্গ সহায় হয়ে শীঘ্রই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।

রাজা।—ব্রাহ্মণের বাক্য শিরোধার্য্য। (পরিক্রমণ)

বিদূ।—দেখুন দেখুন মহারাজ! বসন্তের আবির্ভাবে প্রমদ-বনের কি রমণীয় শোভা হয়েচে।

রাজা।—হাঁ, প্রত্যেক বৃক্ষেই আমি তা দেখ্‌তে পাচ্চি।

মধুশ্রী দেখগো এবে, বাল্য ও যৌবন-দশা
—এ দুয়ের মধ্যে অবস্থিত।

কুরুবক-অগ্রভাগ, স্ত্রীনখের ন্যায় স্বল্প
পাটল বরণে সুরঞ্জিত,
শ্যামল বরণ আর
ধরে তাঁর দুই পার্শ্ব ভাগ।
বালাশোক ভেদোন্মুখ,
ধরে চারু গূঢ় রক্তরাগ।
চূতের মঞ্জরী নব
—অপুষ্ট তাহার রজ-কণা—
অগ্রভাগে এবে তাই
দেখ কিবা কপিশ-বরণা॥

বিদূ।—দেখুন, এই মাধবীলতা-মণ্ডপে প্রস্ফুটিত কুসুমে ভ্রমরেরা বিচরণ করচে, তাদের পদ-ভরে কুসুমগুলি ঝরে' পড়চে—আর মণি-শিলার মঞ্চ-সকল স্থানে স্থানে পাতা রয়েছে। তা, দেখুন এই লতা মণ্ডপটি এই সকল পূজার সামগ্রী নিয়ে আপনার প্রতীক্ষা কর্‌চে—আপনি এখন আতিথ্য-গ্রহণে ওকে অনুগৃহীত করুন।

রাজা।—তোমার যা অভিরুচি। (পরিক্রমণ করিয়া উভয়ের উপবেশন)

বিদূ।—এইখানে এখন একটু আরামে বোসে, ললিত লতার শোভা দেখে উর্ব্বশীর ভাবনাটা মন থেকে দূর করুন।

রাজা।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

হউক গো বন-লতা বহু-কুসুমিতা,
রমণীয় শাখাপত্রে হোক আনমিতা,
তবু এ চঞ্চল নেত্র
তাহে বদ্ধ থাকিতে না পারে
যে অবধি হেরিয়াছে
রূপসী সে উর্ব্বশী বালারে॥

এখন তবে কিসে আমার প্রার্থনা সফল হয় তারই একটা উপায় চিন্তা কর।

বিদূ।—(হাসিয়া) দেখুন, অহল্যাসক্ত ইন্দ্রের বৈদ্য, আর উর্ব্বশী-আসক্ত আপনার বৈদ্য আমি—আমরা দুজনেই এই ব্যাপারে একবারে উন্মত্ত।

রাজা।—অত্যন্ত স্নেহ বশতঃ সুহৃদেরাই এই সব স্থলে উপায় চিন্তা করে।

বিদূ।—(চিন্তা করিতে করিতে) আচ্ছা রসুন, আমি চিন্তা করে' দেখি। কিন্তু আপনি বিলাপ করে' আমার ধ্যান ভঙ্গ করবেন না।

রাজা।—(শুভ চিহ্নের সূচনায় স্বগত)

দুর্ল্লভ যদিও সেই পূর্ণচন্দ্রাননা,
বৃথায় মদন-চেষ্টা—তাহার ভাবনা,
তবু যেন ইষ্টসিদ্ধি হবে ফলোন্মুখী
এ বিশ্বাসে হৃদি মোর সহসা গো সুখী॥

(আশান্বিত হইয়া অবস্থান)

দৃশ্য।—আকাশ।

আকাশ-পথে উর্ব্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ।

চিত্র।—সখি উর্ব্বশী! কোন্ অনির্দ্দিষ্ট কারণে কোথায় যাচ্চ বল দিকি?

উর্ব্ব।—সখি! তোমার কি মনে নেই, হেমকূট-শিখরে লতার ডালে আমার সেই গলার হারটি জড়িয়ে যাওয়ায় তোমাকে তা ছাড়িয়ে দিতে বলি; তখন তুমি উপহাস ক'রে বলেছিলে, এত এঁটে জড়িয়ে গেছে যে তুমি আর ছাড়াতে পারচে না। তবে এখন আবার জিজ্ঞেসো করচ কেন, কোন্ অনির্দ্দিষ্ট কারণে যাচ্চি?

চিত্র।—তবে কি সেই রাজর্ষি পুরুরবার কাছেই যাচ্চ?

উর্ব্ব।—হাঁ, সখি এ কার্য্যে আর আমার লজ্জা নেই।

চিত্র।—আচ্ছা সখি! তুমি কাকে আগে পাঠিয়েছ বল দিকি?

উর্ব্ব।—হৃদয়কে।

চিত্র।—কিন্তু তুমি আপনি এ বিষয় একটু ভাল করে' ভেবে দেখ।

উর্ব্ব।—আমি যে এখন মদনের নিয়োগেই চলেচি—এ বিষয়ে আমার আর কি ভাব্‌বার আছে বল?

চিত্র।—এর পর, আমার আর উত্তর নেই।

উর্ব্ব।—এখন তবে কোন্‌ পথ দিয়ে যেতে হবে দেখিয়ে দেও—যেন যাবার সময় পথে আবার কোন বিঘ্ন না ঘটে।

চিত্র।—সখি! নিশ্চিন্ত হও—ভগবান দেবগুরু বৃহস্পতি অপরাজিতা নামে শিখাবন্ধনী-বিদ্যা আমাদের শিখিয়েছেন—তাতে দেবদ্বেষী অসুরেরা আর আমাদের অনিষ্ট করতে পারবে না।

উর্ব্ব।—ওহো! আমি তা ভুলে গিয়েছিলেম।

(সিদ্ধ-মার্গে আসিয়া)

চিত্র।—সখি দেখ দেখ! আমরা রাজর্ষির ভবনে এসে পড়েচি। মনে হচ্চে যেন ভবনটি এই গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের পুণ্য জলে আপনার মুখ দেখছে। আহা! এটি যেন প্রতিষ্ঠান রাজধানীর মাথার মুকুট।

উর্ব্ব।—(অবলোকন করিয়া) কি আর বলব—আমার মনে হয় স্বর্গ যেন এখানে স্থানান্তরিত হয়েচে। সখি! সেই বিপন্ন জনের বন্ধু না জানি এখন কোথায়?

চিত্র।—ইন্দ্রের নন্দন-বনের একাংশের মত ঐ যে প্রমদ-বনটি দেখা যাচ্চে, এসো ঐখানে নেবে সমস্ত জানা যাক্‌।

(উভয়ের অবতরণ)

চিত্র।—(দেখিয়া সহর্ষে) সখি! প্রথমোদিত চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নার অপেক্ষায় থাকেন, তেমনি মহারাজ দেখ তোমার জন্য প্রতীক্ষা করচেন।

উর্ব্ব।—(দেখিয়া) ওলো! মহারাজকে প্রথমে যেমনটি দেখেছিলেন, এখন যেন ওঁকে আরো প্রিয়দর্শন বলে মনে হচ্চে।

চিত্র।—ঠিক্ কথা। তা, এসো এখন নিকটে যাওয়া যাক্।

উর্ব্ব।—তিরস্করিণী-বিদ্যা-প্রভাবে মহারাজের পাশে প্রচ্ছন্ন থেকে এসো আমরা শুনি মহারাজ প্রিয়বয়স্যের সঙ্গে নির্জ্জনে কি আলাপ করচেন।

চিত্র।—সখি! তোমার যেমন ইচ্ছে।

(উভয়ের তথা করণ)

বিদূ।—দেখুন মহারাজ! আপনার সেই দুর্ল্লভ প্রণয়িনীর সঙ্গে কি প্রকারে মিলন হতে পারে, তার একটা উপায় ঠাওরেচি।

রাজা।—(তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান)

উর্ব্ব।—না জানি সে স্ত্রীলোকটি কে যে মহারাজের প্রার্থনাসত্ত্বেও নিজেকে ধরা দিচ্চে না?

চিত্র।—সখি! তুমি যে মানুষের মত কথা বল্‌চ। কেন, তুমি কি ধ্যানে জান্‌তে পার না?

উর্ব্ব।—সহসা ধ্যান-প্রভাবে জান্‌তে ভয় হয়।

বিদূ।—আমি আপনাকে নিশ্চয় করে' বল্‌চি, একটা উপায় ঠাওরেচি।

রাজা।—আচ্ছা বল, সে উপায়টা কি।

বিদূ।—নিদ্রার সেবা করুন, তাহলে স্বপ্নে তাঁর সঙ্গে মিলন হতে পারবে। অথবা সেই উর্ব্বশীর ছবি চিত্র-ফলকে এঁকে তাই দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করুন।

উর্ব্ব।—(সহর্ষে) দুর্ব্বল ভীরু হৃদয়! আশ্বস্ত হ। আশ্বস্ত হ।

রাজা।—এ দুটোর মধ্যে কোনটাই যুক্তিসিদ্ধ নয়। কেননা:—

পঞ্চবাণ নিজ শরে

যে শেল বিঁধেছ এই মনে

স্বপ্ন-সমাগমকারী
নিদ্রা এবে সেবিব কেমনে ?
অথবা অঙ্কিত করি' চিত্রটি প্রিয়ার
কেমনে নিবারি বল অশ্রুবারি-ধার ?

চিত্র।—সখি! কথাটা শুন্‌লে তো ?

উর্ব্ব।—শুনলেম—কিন্তু হৃদয়ের পক্ষে যথেষ্ট হল না।

বিদূ।—মহারাজ! এই টুকুই আমার বুদ্ধির দৌড়। আর তো কোন উপায় ভেবে পাচ্চিনে।

রাজা।—(নিশ্বাস ফেলিয়া)

যে না বোঝে মোর এই, নিতান্তই নিদারুণ
প্রাণের বেদনা;
মানসী প্রভাবে কিম্বা, জেনেও সে যদি করে
প্রেমাবমাননা
—পঞ্চবাণ সুখী হোক, নিষ্ফল করিয়া মোর
মিলন-কামনা ॥

চিত্র।—শুন্‌লে সখি ?

উর্ব্ব।—(সখীরে দেখিয়া) হায় হায়! মহারাজ তা হলে আমাকে এই রূপই বুঝেছেন দেখ্‌চি। কিন্তু আমি তো এখনি সম্মুখে গিয়ে মহারাজকে দেখা দিতে পারচিনে। এখন তবে করি কি ? আচ্ছা তবে, ধ্যান-প্রভাবে ভূর্জ্জপত্র নির্ম্মাণ করে', তাতে আমার বক্তব্য লিখে পত্রটা তাঁর সাম্‌নে ফেলে দি।

চিত্র।—হাঁ, সেই কথাই ভাল।

(উর্ব্বশী পত্র লিখিয়া নিঃক্ষেপ)

বিদূ।—(দখিয়া) বাবা রে! খেলেরে! মহারাজ এটা কি ? একটা সাপের খোলস আমাদের সাম্‌নে কে যেন ফেলে দিলে!

রাজা।—(দেখিয়া) এ সাপের খোলস নয়—এ ভূর্জ্জপত্র, এতে আবার কি লেখা আছে দেখ্‌চি।

বিদূ।—বোধ হয়, উর্ব্বশী আপনার বিলাপ শুনে, তুল্য অনুরাগ জানিয়ে প্রেমলিপি লিখে এখানে ফেলে দিয়েছেন।

রাজা।—তা হতেও পারে, মনোরথের গতি নাই কোথায়? (গ্রহণ ও পাঠ করিয়া সাহর্ষে) সখা! তুমি যা অনুমান করেছ তাই ঠিক্‌।

বিদূ।—এখন তবে আপনি অনুগ্রহ করে' পড়ে' শোনান্‌ ওতে কি লেখা আছে, আমার বড় শুন্‌তে ইচ্ছে হচ্চে।

উর্ব্ব।—ঠাকুর! বলি, তুমি যে একজন রসিক নাগর দেখ্‌চি।

রাজা।—শোন তবে। (পত্রপাঠ)

জানিয়াও তব প্রেম আমা-পরে স্বামি!
যা ভাব্‌চ তাই যদি হইতাম আমি,
তবে কেন বল দেখি
পারিজাতে হইয়া শয়ান
সে কোমল শয়নেও
কিছুমাত্র না পাই আরাম?
এমন শীতল স্নিগ্ধ
নন্দন-বনের বায়
তবু দহে তনু মোর
জ্বলন্ত অনল প্রায়॥

উর্ব্ব।—মহারাজ না জানি এখন কি বলেন।

চিত্র।—আর বল্‌বেন কি? কমল-নালের মত শরীরটি দেখে কি বুঝ্‌তে পার্‌চ না?

বিদূ।—ভাগ্যি এই ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ মিষ্টান্ন-উপহারের মত সেই দ্রব্যটি দেখিয়েছিল তাই তো আপনার কতকটা সান্ত্বনা হল।

রাজা।—সখা! সান্ত্বনার কথা কি বল্‌চ?—দেখঃ—

ললিতার্থ বাক্য রচি', প্রকাশিয়া তুল্য অনুরাগ,
নিবেদিল প্রিয়া-মোর, পত্র-যোগে নিজ মনোভাব।
প্রত্যক্ষ যেন গো আমি, হেরি তারে মোর সন্নিহিত,
প্রিয়ার আননে যেন, এবে মোর আনন মিলিত॥

উর্ব্ব।—এই বিষয়ে আমাদের দুজনেরই মনের ভাব সমান।

রাজা।—সখা! আমার আঙ্গুলের ঘামে এই অক্ষর গুলি পুঁছে যাচ্চে, তুমি এই প্রিয়ার পত্রখানি ধর।

বিদূ।—(গ্রহণ করিয়া) আপনার বাসনার গাছে এখন ফুল ধরেছে দেখেও উর্ব্বশী কেন এখনও ফলের বিষয়ে সন্দেহ কর্‌চেন বলুন দিকি?

উর্ব্ব।—ওলো! মহারাজের কাছে যাবার জন্য আমার মন বড়ই অধীর হয়েচে—কিন্তু না, আমি ধৈর্য্য ধরে' এখানেই থাকি। সখি তুই ততক্ষণ ওঁকে দেখা দিয়ে, আমার হয়ে যা বল্‌বার তা বলে' আয়।

চিত্র।—আচ্ছা। (মায়া-আবরণ অপনয়ন করিয়া রাজার নিকট গিয়া) জয় মহারাজের জয়!

রাজা।—(সহর্ষে) এসো ভদ্রে এসো। দেখ

গঙ্গা-যমুনার মত দুইটি সখীরে হেরি'
পূর্ব্বে যে আনন্দ মোর হয়েছিল মনে,
এবে সখী-বিরহিতা তোমারে দেখিয়া একা
তেমন আনন্দ আর না পাই লক্ষ্মনে॥

চিত্র।—দেখুন, প্রথমে মেঘ দেখা যায়, তার পরে বিদ্যুল্লতা।

বিদূ।—(চুপি চুপি) উর্ব্বশী এলেন না কেন? ইনি বোধ হয় তাঁর সহচরী।

চিত্র।—উর্ব্বশী মহারাজকে নতশিরে প্রণাম করে' এই কথা নিবেদন করচেন—

রাজা।—কি আজ্ঞা করচেন?

চিত্র।—"সেই দৈত্যের অত্যাচার-সময়ে মহারাজই আমার এক মাত্র সহায় ছিলেন, সম্প্রতি মহারাজকে দর্শন করে' অবধি মদন আমাকে বড়ই উৎপীড়ন করচে—তাই আবার আমি মহারাজের শরণাগত হলেম।"

রাজা।—দেখ ভদ্রে!

তুমি শুধু বলিতেছ উর্ব্বশীই সমুৎসুখ
মিলনের তরে।
তুমি তো গো দেখিছনা, তাঁর লাগি পুরুরবা
কি সহে অন্তরে।
এ প্রণয় উভয়েরি
তাই বলি, করহ যতন
তপ্ত লৌহ-সনে যাতে
তপত লৌহের হয় উচিত মিলন॥

চিত্র।—(উর্ব্বশীর নিকটে গিয়া) ওলো, এই দিকে আয়। তোর প্রিয়তমের মদনকে আরও যেন নিষ্ঠুর বলে' আমার মনে হল, তাই আবার তোর কাছে আমি দূতী হয়ে এলেম।

উর্ব্ব।—(মায়া-আবরণ অপনীত করিয়া) তুই সখি রাজার পক্ষ নিয়ে আমাকে সহসা ত্যাগ করলি?

চিত্র।—(সস্মিত) এখনি জান্‌তে পারব কে কাকে ত্যাগ করে। এখন রাজাকে অভিবাদন কর্।

উর্ব্বশী।—(সলজ্জভাবে মহারাজের নিকটে আসিয়া) জয়! মহারাজের জয়!

রাজা।—সুন্দরি!

আমারে জিনিয়া তুমি, মোর নামে করিতেছ
জয় উচ্চারণ,
—যে বিজয় শবদটি ইন্দ্র ছাড়া অন্য জনে
না করে গমন॥

(হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আসনে বসাইয়া)

বিদূ।—ওগো ঠাকরণ! রাজার প্রিয়বয়স্য ব্রাহ্মণকে প্রণাম করলে না?

উর্ব্ব।—(মুচকি হাসিয়া।) প্রণাম।

বিদূ।—কল্যাণ হোক।

নেপথ্যে দেবদূত।—চিত্রলেখা! উর্ব্বশীকে তাড়া দেও।

যে অষ্ট রসের নাট্য রচিয়া ভরত মুনি
তব হস্তে করিলা অর্পণ
তারি চারু অভিনয়, লোক-পালগণ-সাথে
ইন্দ্র চান করিতে দর্শন॥

সকলে।—(কান পাতিয়া শ্রবণ)

উর্ব্বশী।—(বিষন্ন)

চিত্র।—দেবদূত যা বল্লেন তা শুনলে তো প্রিয়সখি? এখন তবে মহারাজকে জানাও।

উর্ব্ব।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) কি বল্ব ভেবে পাচ্চি নে।

চিত্র।—মহারাজ! উর্ব্বশী বলচেন, উনি পরাধীনা। অতএব মহারাজের যদি অনুমতি হয়, ওঁর ইচ্ছে, এখন দেবরাজের নিকটে গিয়ে উনি আপনাকে নিরপরাধী করেন।

রাজা।—(কোন প্রকারে বাক্য যোজনা করিয়া) তোমাদের প্রভুর নিয়োগে আমি ব্যাঘাত কর্তে চাই নে।—কিন্তু এ জনকেও যেন মনে থাকে।

(উর্ব্বশী বিরহ-কাতর হইয়া রাজাকে দেখিতে দেখিতে সখী-সহ প্রস্থান)

রাজা।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) এখন আমার চক্ষুদুটি ব্যর্থ বলে' মনে হচ্চে।

বিদূ।—(পত্র দেখাইতে ইচ্ছুক হইয়া) এই ভূর্জ্জ—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! উর্ব্বশীকে দেখে এতদূর বিস্মিত হয়েছিলেম যে ভূর্জ্জপত্রখানি হাতথেকে কখন পড়ে গেছে আমি জান্‌তেও পারিনি।

রাজা।—কি বল্‌তে যাচ্ছিলে?

বিদূ।—মহারাজ! আমি বল্‌ছিলেম কি, নিরাশ হবেন না, উর্ব্বশীর অনুরাগ আপনাতে যেরূপ দৃঢ়বদ্ধ তাতে সে এখান থেকে চলে গেলেও সে বন্ধন কখন শিথিল হবে না।

রাজা।—আমারও তাই মনে হয়। কেননা প্রস্থান কালে;—

পরাধীন দেহ মাঝে, ছিল যে গো সে বালার
স্বাধীন হৃদয়
স্তনমাল্য-বিকম্পিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন
অর্পিল আমায়॥

বিদূ।—(স্বগত) আমার হৃদয় কাঁপ্‌চে। একটু পরেই তো মহারাজ সেই ভূর্জপত্রটি আমার কাছে চাইবেন।

রাজা।—সখা! এখন আর কি দেখে আমার চক্ষু জুড়োই বল? (স্মরণ করিয়া) সেই ভূর্জপত্রটা নিয়ে এসো দিকি।

বিদূ।—(চারিদিকে দেখিয়া সবিষাদে) কি আশ্চর্য্য! সেটা যে দেখ্‌তে পাচ্চি নে। বোধ হয়, যে পথে উর্ব্বশী গেছেন সে দিব্য ভূর্জপত্রটিও সেই পথে গেছে।

রাজা।—(অসূয়া সহকারে) মূর্খেরা দেখ্‌তে পাই সর্ব্বত্রই অসাবধান। না না—ভাল করে' খুঁজে দেখ।

বিদূ।—(উঠিয়া) এইখানে নিশ্চয়ই কোথাও আছে। বোধ হয় এই দিকে—নানা, এই দিকে। (অন্বেষণ)।

কাশীরাজপুত্রী দেবী ঔশীনরী, চেটী ও অন্যান্য পরিজনের প্রবেশ।

ঔশী।—ওলো নিপুণিকে! মানবকের সঙ্গে মহারাজ লতাগৃহে বসে আছেন সত্যি কি তুই দেখেছিস্?

দাসী।—আমি কি কখন পূর্ব্বে দেবীর কাছে অলীক কথা বলেছি?

দেবী।—আচ্ছা আমি এই লতার আড়াল থেকে শুনি ওঁদের মধ্যে কি গোপনীয় কথাবার্ত্তা হচ্চে। আর তাহ'লে আমি জান্‌তে পারব তোর কথা সত্যি কি না।

দাসী।—যে আজ্ঞে।

ঔশী।—(পরিক্রমণ ও সম্মুখে অবলোকন) নিপুণিকে! নূতন ছেঁড়া-কাপড়ের মত দক্ষিণের বাতাসে কি ওটা এই দিকে উড়ে এল?

দাসী।—(চিন্তা করিয়া) এ নিশ্চয় একটা ভূর্জ্জপত্র। বাতাসে ওলট-পালট খাচ্চে, তাতে অক্ষরের মত কি যেন লেখা দেখা যাচ্চে। আমোলো! একি! দেবীর নূপুরে এসে ঠেকল যে। আচ্ছা পত্রটি পড়ে' দেখুন না।

দেবী।—আগে তুই পড়ে দেখ্ কি লেখা আছে—যদি কোন বিরুদ্ধ কথা না থাকে তো শুন্‌ব।

দাসী।—(তথা করিয়া) লোকে যা বলাবলি করে এ যে দেখ্‌চি তাই। বোধ হচ্চে এটা একটা কবিতার শ্লোক উর্ব্বশী রাজাকে লিখেছেন, মানবক ঠাকুরের অসাবধানতায় সেটা আমাদের হাতে এসে পড়েচে।

দেবী।—আচ্ছা, আমাকে তবে পড়ে শোনা দিকি।

দাসী।—(পত্র পাঠ)

দেবী।—ওলো! এই উপহারটি নিয়ে, চল্ সেই অপ্সরা-কামুকের সঙ্গে দেখা করিগে। (পরিজন সহিত লতা-গৃহে গমন)

বিদূ।—দেখুন মহারাজ! সেই ভূর্জ্জপত্রটি এই প্রমদবনের নিকটস্থ ক্রীড়া পর্ব্বত-প্রান্তে কি দেখা যাচ্চে না?

রাজা।—(উঠিয়া) ভগবান বসন্তসখা মলয়ানিল!

সৌগন্ধের তরে তুমি, লতিকার সুরভিত
সঞ্চিত কুসুম-রেণু কর আহরণ।
কি কাজ হইবে তব, প্রিয়ার স্বহস্তে লেখা
স্নেহের এ লিপিখানি করিয়া হরণ?
এইরূপ শত শত, বিনোদন-উপায়ে যে
কামার্ত্ত পুরুষ করে জীবন ধারণ
—পুনর্মিলন-আশে—পারো কি তাহারে তুমি
এরূপ নির্দ্দয়-ভাবে করিতে পীড়ন?

দাসী।—ঠাকরণ! দেখুন দেখুন, সেই ভূর্জ্জপত্রেরই খোঁজ হচ্চে।

ঔশী।—আচ্ছা এখন দেখা যাক্ কি করেন। তুই চুপ্ করে' থাক্।

বিদূষক।—দেখুন, এ আবার কি? একটা ম্লান-বর্ণ ময়ূরপুচ্ছ—আমি মনে করেছিলেম সেই ভূর্জ্জপত্র।

রাজা।—আমার কি সর্ব্বনাশই হল!

ঔশী।—(সহসা নিকটে আসিয়া) মহারাজ! কেন এত ব্যাকুল হয়েছ—এই সেই ভূর্জ্জপত্র।

রাজা।—(সসম্ভ্রমে স্বগত) একি! দেবী যে! (অপ্রতিভ হইয়া প্রকাশ্যে) এসো দেবি এসো!

বিদূ।—(চুপি-চুপি) এখন না এলেই ভাল ছিল।

রাজা।—(জনান্তিকে) বয়স্য! এখন এর প্রতিবিধানের উপায় কি?

বিদূ।—(জনান্তিকে) বামাল শুদ্ধ চোর ধরা পড়েছে—এখন আর মুখের কথায় কিছু হবে না।

রাজা।—দেবি! এতো আমরা খুঁজছিলেম না—আমরা একটা স্পর্শমণি খুঁজছিলেম।

ঔশী।—হাঁ, নিজের সৌভাগ্য গোপন করাই উচিত বটে।

বিদূ।—দেখুন! শীঘ্র এঁর ভোজনের উদ্যোগ করুন—পিত্তদমন হলেই ইনি সুস্থ হবেন।

ঔশী।—নিপুণিকে! ব্রাহ্মণটি নিজ বয়স্যকে তো বেশ সান্ত্বনা দিচ্চেন।

বিদূ।—আপনি দেখুন না কেন, আহারটি ভাল রকম হলে পিশাচেরও প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।

রাজা।—মুর্খ! আমাকে যে জোর করে' তুমি অপরাধী করে' দাঁড় করাচ্চ।

ঔশী।—মহারাজ তোমার কোন অপরাধ নেই। আমিই অপরাধী। আমিই সম্মুখে থেকে তোমাকে বিরক্ত করচি। আমি চল্লেম।

(অভিমান-ভরে প্রস্থানোদ্যত)

রাজা।—

আমি চির-অপরাধী, সুন্দরী প্রসন্ন হও,
—সম্বর' সম্বর' তব রোষ।
সেব্য জন যদি হয় কুপিতা সেবক প্রতি
—নির্দ্দোষী হলেও তার দোষ॥

(পদতলে পতন)

ঔশী।—কপট! আমি এরূপ লঘু-হৃদয় নই যে তোমার অনুনয়ে আমি ভুলে যাব। কিন্তু তোমার এই অনুনয়-বিনয় অগ্রাহ্য করলে পাছে পরে আবার অনুতাপ উপস্থিত হয়, আমার শুধু এখন সেই ভয়।

(রাজাকে ত্যাগ করিয়া পরিজনসহ প্রস্থান)

বিদূ।—বর্ষাকালের ঘোলা নদীর মত দেবী অপ্রসন্ন হয়ে চলে গেলেন। এখন তবে উঠুন মহারাজ।

রাজা।—(উঠিয়া) সখা! ওঁর এরূপ ব্যবহার অসঙ্গত নয়। দেখ ঃ—

প্রেমরস-শূন্য হয়ে প্রিয় বচনেও যদি
প্রিয়জন অনুনয় করে
কিছুতেই জেনো সখা প্রবেশ করেনা তাহা
রমণীর হৃদি-অভ্যন্তরে!
মণি-বেত্তা-কাছে যথা মণির কৃত্রিম রাগ
দেখিবা মাত্রই ধরা পড়ে॥

বিদূ।—আপনারি পক্ষে ভালই হ'ল। চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির সম্মুখে দীপশিখা কখনই সহ্য হয় না।

রাজা।—ওকথা বোলো না। যদিও আমার উর্ব্বশীগত প্রাণ, তবু দেবী আমার বহু মানের সামগ্রী। কিন্তু আমি পায়ে পড়্‌লেও যখন তিনি আমার মান রাখ্‌লেন না, তখন আমিও আর তাঁর সাধ্য-সাধনা করচিনে; ধৈর্য্য ধরে' থাকি, দেখি তিনি কি করেন।

বিদূ।—রেখে দিন আপনার ধৈর্য্য। এই ক্ষুধিত ব্রাহ্মণকে এখন বাঁচান। এদিকে স্নান ভোজনের সময় হয়ে গেল।

রাজা।—(ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া) তাইতো, দিবসের অর্দ্ধভাগ যে গত হয়ে গেছে।

তরুতল-সুশীতল আলবাল-পরে
গ্রীষ্মতাপে তপ্ত হয়ে শিখী বাস করে।
কর্ণিকার পুষ্প ভেদি' যটপদগণ
তাহার অন্তরে গিয়া করিছে শয়ন।

জলের কুক্কুট ত্যজি' তপ্ত জলাশয়
তীরস্থিত নলিনীরে করয়ে আশ্রয়।
ক্রীড়াগৃহ-নিবাসী সে পিঞ্জরস্থ শুক
জল যাচে হয়ে অতি ক্লান্ত শুষ্ক-মুখ॥

সকলের প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।)

তৃতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য।—ভরতমুনির আশ্রম।

দুইজন ভরতশিষ্য নটের প্রবেশ।

প্রথম।—ওহে ভাই পল্লব! এই অগ্নি-গৃহ হতে গুরুদেব যখন ইন্দ্র-ভবনে যান, তখন তুমি তো তাঁর আসন নিয়ে সঙ্গে গিয়েছিলে, আর আমি অগ্নি-গৃহ রক্ষার জন্য এখানেই নিযুক্ত ছিলেম। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করচি, গুরুদেব কি নাটকাভিনয় করে' দেবসভার মনোরঞ্জন্ করতে পারলেন?

দ্বিতীয়।—দেখ গালব, কতদূর তাঁরা তুষ্ট হয়েচেন বল্‌তে পারি নে। সেই সরস্বতী-কৃত লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাটকের অভিনয়-কালে উর্ব্বশী তো বিবিধ নাট্য-রসে একেবারে তন্ময় হয়ে অভিনয় করেছিলেন কিন্তু—

প্রথম।—তুমি যে রকম করে' কথা শেষ করলে তাতে যেন বোধ হয় তার মধ্যে কি-একটা দোষ ঘটেছিল।

দ্বি।—হাঁ, তিনি ভুলে আর একটা কথা বলে' ফেলেছিলেন।

প্র।—সে কিরূপ?

দ্বি।—সেই নাটকে উর্ব্বশী, লক্ষ্মীর ভূমিকায়—আর মেনকা, বারুণীর ভূমিকায় ছিলেন। তা, মেনকা যখন জিজ্ঞাসা করলেন "ত্রিলোকের সুপুরুষ লোকপালেরা কেশবের সহিত এখানে সমাগত হয়েছন, তা এঁদের মধ্যে তোমার কাকে ভাল লাগে?"

প্র।—তার পর—তার পর?

দ্বি।—তা, কোথায় বলবে "পুরুষোত্তম," না উর্ব্বশীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল "পুরুরবা"।

প্র।—আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ভবিতব্যকেই অনুসরণ করে। আচ্ছা, তাহলে গুরুদেব তাঁর উপর রাগ করলেন না?

দ্বি।—হাঁ, গুরুদেব তাঁকে অভিশাপ দিলেন, কিন্তু কিভাগ্যি তাঁর উপর ইন্দ্রের অনুগ্রহ হ'ল।

প্র।—সে কিরূপ?

দ্বি।—গুরুদেব এই বলে' শাপ দিলেন "তুই যেমন আমার উপদেশ লঙ্ঘন করলি, স্বর্গে তোর আর স্থান হবে না"। আবার ইন্দ্র, অভিনয় দেখা শেষ হলে, লজ্জাবনত-মুখী উর্ব্বশীকে এই কথা বল্লেন, "তুমি যার প্রেমে বদ্ধ, সেই রাজর্ষি যুদ্ধের সময় আমার অনেক সাহায্য করেন, তাঁর উপকার করা আমার উচিত। অতএব যতদিন তোমাদের সন্তান না হয়, ততদিন তুমি মনের সাধে পুরুরবার সহিত একত্র বাস কর"।

প্র।—এ তাঁরই উপযুক্ত কথা হয়েছে। দেবরাজ অন্যের মনের ভাব বিলক্ষণ বোঝেন।

দ্বি।—(সূর্য্যকে দেখিয়া) কথা-প্রসঙ্গে স্নানের সময় উত্তীর্ণ হয়ে-গেছে। আবার আমাদেরও না অপরাধী হতে হয়—চল গুরুদেবের কাছে এই বেলা যাওয়া যাক্।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ইতি মিশ্র-বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য—রাজ-প্রাসাদের উদ্যান।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু।—

সকল গৃহস্থজন অর্থের সম্ভোগ তরে
যুবাকালে করয়ে যতন।

পশ্চাৎ বার্দ্ধক্য এলে পুত্র-পরে দিয়া ভার
বিশ্রামের করে আয়োজন।
সেবায় মোদের কিন্তু দিন দিন দেহ-ক্ষয়,
—কারাগারে যেন পরিণত।
অন্তঃপুরের এই মহিলা-রক্ষণ-কাজে
আমাদের কষ্ট অবিরত॥
(পরিক্রমণ করিয়া)

কাশী-রাজকন্যা এখন একটা ব্রত পালন করচেন। তিনি আমাকে বল্লেন "আমি মান বিসর্জ্জন দিয়ে নিপুণিকার মুখ দিয়ে তাঁকে পূর্ব্বেই সেধেচি। এখন আমার নাম করে' বল, মহারাজের সন্ধ্যা-উপাসনাদি শেষ হলে তাঁকে যেন একবার দেখ্‌তে পাই"। (পরিক্রমণ ও অবলোকন) রাজভবনে দিবাবসানের ব্যাপারটা বড়ই রমণীয়!

বাস-যষ্টি-পরে দেখ, নিশানিদ্রালসা শিখী
রহিয়াছে যেন খোদা চিত্রের মতন।
গবাক্ষের জাল হতে নিঃসৃত ধূপের ধূম,
বল্লভীস্থ পারাবত বলি' হয় ভ্রম।
শুদ্ধান্তের শুদ্ধাচারী যত সব বৃদ্ধজন
পুষ্পবলি বিকীরণ করি' স্থানে স্থানে
যতনে রাখিছে দেখ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-শিখা
মঙ্গল-সন্ধ্যার দীপ উচিত বিধানে॥

(নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) এই যে! এই দিক্ দিয়েই মহারাজ গিয়েছেন।

দীপ হস্তে পরিজন-নারী চারিধার,
তার মাঝে শোভে নৃপ অতি চমৎকার।

পক্ষ-নাশ-পূর্ব্বে যথা গতিমান গিরি,
—কুসুমিত কর্ণিকার থাকে যারে ঘিরি'॥

মহারাজের এই দর্শন-পথে থেকে আমি ততক্ষণ একটু অপেক্ষা করি।

পরিজন-পরিবেষ্টিত রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ।

রাজা।—(স্বগত)

কার্য্যান্তরে থাকি' ব্যস্ত, অতিকষ্টে কাটাইনু
দিন কোন ক্রমে,
এখন কেমনে বল, যাপিব এ দীর্ঘ রাত্রি
বিনা বিনোদনে ?

কঞ্চুকী।—(নিকটে আসিয়া) জয় মহারাজের জয়! দেবী মহারাজকে এই কথা নিবেদন করচেন "মণি-প্রাসাদের ছাদে সুন্দর চন্দ্রোদয় হয়েছে। মহারাজের পাশে বসে আমি দেখ্‌ব কতক্ষণে চন্দ্র-রোহিণীর যোগ আরম্ভ হয়"।

রাজা।—দেখ লাতব্য! দেবীকে বল, তাঁর যা ইচ্ছা।

কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা।—বয়স্য! দেবী কি সত্য সত্যই ব্রতের জন্য এইরূপ উদ্যোগ করচেন ?

বিদূ।—আমার মনে হয়, আপনার সপ্রণিপাত অনুনয় অগ্রাহ্য করায় এখন অনুতাপ হয়েচে, তাই ব্রতের ছল করে' এখন সেই অপরাধ ক্ষালনের চেষ্টা করচেন।

রাজা।—তুমি ঠিক্ বলেছ।

মনস্বিনী নারীগণ
প্রণিপাত-অনুনয় করি' হতাদর,
পরে করে অনুতাপ,
মনে মনে থাকি' সদা লজ্জায় কাতর॥

আচ্ছা এখন আমাকে মণি-প্রাসাদের ছাদে নিয়ে চল।

বিদূ।—এই দিক দিয়ে মহারাজ, এই দিক দিয়ে। এই গঙ্গা-তরঙ্গের ন্যায় সুন্দর স্ফটিক-মণি-সোপানে আরোহণ করুন। এই প্রদোষ-সময়ে মণিপ্রাসাদটি বড়ই রমণীয়।

রাজা।—তুমি আগে ওঠো। (সকলের আরোহণ)

বিদূ।—(দেখিয়া) এইবার বোধ হয় চাঁদ উঠ্‌বে। অন্ধকার চলে গেছে—পূর্ব্বদিকে সুন্দর আলো দেখা যাচ্চে।

রাজা।—তুমি ঠিক্ বলেছ।

শশাঙ্ক, উদয়াচলে গূঢ় অবস্থিত,
তাহার কিরণ জালে তম অপসৃত।
পূর্ব্বদিক্, মুখ হ'তে আলকের গুচ্ছ যেন
নিল সরাইয়া
আহা কি সুন্দর শোভা! নয়ন-যুগল মোর
লইল হরিয়া॥

বিদূ।—হি হি হি! ওগো ঐ যে, খাঁড়ের লাড়ুটির মত দ্বিজরাজ উদয় হয়েছেন।

রাজা।—(সস্মিত) কি আশ্চর্য্য! পেটুকেরা আহারের সামগ্রীই সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পায়।

(কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণিপাত পুরঃসর)

ভগবান্ নিশানাথ!

সাধুদের ক্রিয়া তরে রবির দেহেতে তুমি
করগো প্রবেশ
দেবগণ পিতৃগণ তাহাদের তৃপ্তিদান,
করহ বিশেষ।

হনন করহ তুমি নিশাব্যাপ্ত তম
হর-শিরে বাস তব, তোমায় গো নমঃ॥

(উত্থান)

বিদু।—দেখুন, আপনার পিতামহ চন্দ্র এই ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে অনুমতি দিচ্চেন "আপনি বসুন"—তাহ'লে আমিও একটু আরাম করে' বস্‌তে পাই।

রাজা।—(বিদূষকের কথায় উপবেশন ও পরিজনের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া) এখন জ্যোৎস্না উঠেছে—এখন দীপের আলো বাহুল্য-মাত্র। যাও, তোমরা বিশ্রাম করগে।

পরিজন।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা।—(চন্দ্রমাকে দেখিয়া) বয়স্য! একটু পরেই দেবী আস্‌বেন। এই বেলা নির্জ্জনে আমার মনের অবস্থা তোমাকে খুলে বলি।

বিদু।—সে তো দেখ্‌তেই পাচ্চি, কিন্তু তাঁর যেরূপ আপনার প্রতি অনুরাগ তা দেখে মনে হয়, আশার বন্ধনে এখনও আপনি প্রাণকে বেঁধে রাখ্‌তে পারেন।

রাজা।—সে কথা সত্য। কিন্তু আমার মনের উদ্বেগ যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেচে।

নদীর প্রবাহ যথা বিষম শিলার প্রতিঘাতে
বহু স্রোতে হয় প্রবাহিত,
সেইরূপ প্রেম মোর বাধা পেয়ে মিলনের সুখে
শত গুণে হয় গো বর্দ্ধিত॥

বিদু।—আপনার শরীর যদিও ক্ষীণ হয়ে গেছে—তবু যেন এতে আপ-নাকে আরো ভাল দেখাচ্চে। তাতেই বোধ হয়, আপনার শীঘ্রই প্রিয়-সমাগম লাভ হবে।

রাজা।—(শুভ সূচনা) বয়স্য!

আশাপ্রদ বাক্যে তুমি, আশ্বাসিলে ব্যথিত এ জনে
আশ্বাস লভিনু আরো, এ দক্ষিণ বাহুর স্পন্দনে॥

-ব্রাহ্মণের বাক্য কখন অন্যথা হয় না।

(রাজা আশ্বান্বিত হইয়া অবস্থান)

আকাশ-পথে অভিসারিকা-বেশে সজ্জিতা
উর্ব্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ।

উর্ব্ব।—(আপনাকে দেখিয়া) ওলো চিত্রলেখা! মুক্তাভরণ-ভূষিত অভিসারিকার এই নীলাম্বর বেশটি কি তোর পছন্দ হয়েচে ?

চিত্র।—এত ভাল লেগেছে যে কি বলে' প্রশংসা করব ভেবে পাচ্চি নে। আমার শুধু এই মনে হচ্চে, আমি যদি পুরুরবা হতেম তাহলে না জানি কি হ'ত।

উর্ব্ব।—সখি! দেখ, মদন তোমাকে আজ্ঞা করচেন, শীঘ্র আমাকে সেই সুপুরুষটির গৃহে নিয়ে চল।

চিত্র।—এই দেখ, তোমার প্রিয়তমের ভবনে এসেছি। আহা! দেখে মনে হয়, কৈলাস-শিখর যেন স্থানান্তরিত হয়েছে।

উর্ব্ব।—এখন ধ্যান-প্রভাবে জানো দিকি, আমার হৃদয়-চোর এখন কোথায় আছেন, আর কি করচেন।

চিত্র।—(ধ্যান করিয়া স্বগত) আচ্ছা, এর সঙ্গে একটু রঙ্গ করা যাক্। (প্রকাশ্যে) ওলো! তিনি এখন প্রিয়সমাগম-সুখ লাভ করে' উপভোগের জন্য প্রস্তুত।

উর্ব্ব।—(বিষণ্ণ ভাব)

চিত্র।—দূর বোকা, এও বুঝিস্ নে ? তিনি আবার কোন্ প্রিয় জনের চিন্তা করবেন ?

উর্ব্ব।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) আমার হৃদয় অতি অনুদার, তাই সন্দেহ করচে।

চিত্র।—(দেখিয়া) এই যে, মণি-ভবনের উপর রাজর্ষি, আর, সঙ্গে তাঁর বয়স্য। চল, আমরা নিকটে যাই।

(উভয়ের অবতরণ)

রাজা।—দেখ সখা, রাত্রি হলেই প্রিয়জনের জন্য কেমন হৃদয়টা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

উর্ব্ব।—এই অস্পষ্ট কথায় আমার হৃদয় যেন কেঁপে উঠ্‌চে। আড়াল থেকে এঁদের বিশ্রম্ভালাপ শোনা যাক্—দেখি, তাতে যদি আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন হয়।

চিত্র।—সখি, সেই কথাই ভাল।

বিদূ।—মহারাজ! এই অমৃতময় চাঁদের কিরণ তো এখন উপভোগ করুন।

রাজা।—এ-সবে এ রোগ সারবার নয়। দেখ :—

নব পুষ্প-শয্যা কিম্বা চাঁদের কিরণ,
মণিময় হার কিম্বা সর্ব্বাঙ্গে চন্দন,
কিছুতে যাবার নয় এ মদন-ব্যথা।
সেই দিব্যাঙ্গনা শুধু, আর—

উর্ব্ব।—না জানি আবার কে!

রাজা।— আর তারি কথা
গোপনে যা শোনা যায়, তাহাই এখন
লাঘবিতে পারে এই হৃদয়-বেদন॥

উর্ব্ব।—হৃদয়! তুই আমাকে ছেড়ে যে ওঁতে আসক্ত হয়েছিস তারই এই উচিত ফল পেলি।

বিদূ।—আমিও যখন মিষ্ট হরিণের মাংস ভোজন করতে না পাই, তখন তার কথা কয়েই নিজেকে আশ্বস্ত করি।

রাজা।—কিন্তু তুমি তো তা পেয়ে থাকো।

বিদু।—আপনিও শীঘ্র পাবেন।

রাজা।—সখা! আমার তাই মনে হচ্ছে।

চিত্র।—ওলো অসন্তুষ্টে! শোন্‌লো শোন্।

বিদু।—কি মনে হচ্চে?

রাজা।— রথ-কম্পে নিপীড়িত

স্কন্ধ মোর স্কন্ধেতে তাহার।

এ অঙ্গই শুধু কৃতী,

অন্য অঙ্গ ধরণীর ভার॥

চিত্র।—তবে আর এখন বিলম্ব করচ কেন?

উর্ব্ব।—(সহসা নিকটে আসিয়া) ওলো! এই দ্যাখ্, আমি সম্মুখে এসেছি, তবুও মহারাজ উদাসীন।

চিত্র।—(সস্মিত) অতি ব্যস্ততার দরুণ তোর মায়া-আচ্ছাদনটি এখনও যে ছাড়িস্‌নি।

নেপথ্যে।—এই দিকে ঠাকুরাণি, এই দিকে!

সকলে।—(কর্ণপাত)

উর্ব্ব।—(সখির সহিত বিষণ্ণা)

বিদু।—কি সর্ব্বনাশ! দেবী এসে উপস্থিত। এখন আপনি চুপ করে থাকুন—কথা কবেন না।

রাজা।—তুমিও দেখো, তোমার আকার-ইঙ্গিতে কিছু যেন প্রকাশ না হয়।

উর্ব্ব।—এখন কি করা যায়?

চিত্র।—ভাবনা কিসের? আমরা তো এখন অদৃশ্য। রাজমহিষীও দেখ্‌ছি ব্রত-বেশে আছেন—তাই মনে হচ্চে, এখানে অধিকক্ষণ থাক্‌বেন না।

দেবী ও তাঁহার সহিত উপহার-হস্তে পরিজনের প্রবেশ।

দেবী।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) দেখ্ নিপুণিকে! রোহিণীর সঙ্গে মিলন হয়ে ভগবান চন্দ্রের আরও কত শোভা হয়েছে।

দাসী—মহারাজের সহিত মিলন হলে দেবীকেও আরও সুন্দর দেখাবে।

বিদূ।—(দেখিয়া) দেখুন মহারাজ, আমি বুঝ্‌তে পারচি নে, উনি স্বস্তি-উপহার দিতে এসেছেন—না এখন কোপের শান্তি হওয়ায় ব্রতের ছল করে' সেই প্রণিপাত লঙ্ঘনের দোষটা কাটাবার জন্য এসেছেন। যাই হোক, দেবীকে আজ সুপ্রসন্না দেখ্‌চি।

রাজা।—(সস্মিত) উভয়ের জন্যই এসেছেন। তবে, তুমি শেষে যেটা বল্লে, সেইটিই আমার ঠিক বলে মনে হয়।

শুভ্র বাস পরিধান মঙ্গল-ভূষণ মাত্র
করেন ধারণ।
পবিত্র দুর্ব্বাঙ্কুরে লাঞ্ছিত অলক-গুচ্ছ
ব্রতের কারণ।
গর্ব্ব-ভাব নাহি আর, প্রসন্ন আমার পরে
দেখিগো এখন॥

দেবী।—(নিকটে আসিয়া) জয় হোক্ আর্য্যপুত্রের!

পরিজন।—জয় মহারাজের জয়!

বিদূ।—কল্যাণ হোক্!

রাজা।—এসো দেবি এসো! (হাত ধরিয়া বসাইয়া)

উর্ব্ব।—ওলো! ইনি দেবী নামেরই যোগ্য। তেজস্বিতায় শচী অপেক্ষা কিছু মাত্র হীন নন।

চিত্র।—সখি! তুমি যে ওঁকে ঈর্ষার ভাবে না দেখে ওঁর প্রশংসা করচ, এতে তোমাকে সাবাস বলি।

দেবী।—মহারাজ! তোমাকে সম্মুখে রেখে আমার কোন একটা ব্রতের অনুষ্ঠান করতে হবে। তা, একটুখানির জন্য কষ্ট করে' আমার এই উপরোধটি রক্ষা কর।

রাজা।—সে কি কথা? এ তো উপরোধ নয়—এ তো অনুগ্রহ।

বিদূ।—এইরূপ স্বস্তিবাচনের উপরোধটা যেন সর্ব্বদাই করা হয়।

রাজা।—দেবি! এ ব্রতটির নাম কি?

দেবী।—(নিপুণিকার প্রতি দৃষ্টিপাত)

নিপু।—মহারাজ! এ ব্রতের নাম ঃ—"প্রিয়-প্রসাদন"।

রাজা।—(দেবীর প্রতি চাহিয়া) তাই যদি হয় তবে—

ব্রত করি' হে কল্যাণি, মৃণাল-কোমল-গাত্রে
কেন ক্লেশ দেও অকারণ?
যে তব প্রসাদ তরে উৎসুক রয়েছে সদা
সে দাসে কিসের প্রসাদন?

উর্ব্ব।—রাজা দেবীকে দেখ্‌চি খুব মান্য করেন।

চিত্র।—সখি তুই দেখ্‌চি ভারি হাবা—এও বুঝিস্‌নে? যে সকল নাগর পরস্ত্রীতে আসক্ত, তাদের বাহ্যিক ভদ্রতা খুব বেশি।

দেবী।—(সস্মিত) তুমি যে মহারাজ এমন করে' আমাকে বল্‌চ এ আমার ব্রতেরই প্রভাব বল্‌তে হবে।

বিদূ।—এখন চুপ করে থাকুন। এমন ভাল কথার কোন প্রতিবাদ করবেন না।

দেবী।—ওলো এইখানে উপহার-গুলি নিয়ে আয়—ততক্ষণ আমি এই মণিভবনে যে চন্দ্রকিরণ পড়েচে তার অর্চ্চনা করি।

পরিজন।—এই গন্ধ পুষ্পাদি উপহার।

দেবী।—(গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া) ওলো! এই মোদক-উপহারগুলি মানবক-ঠাকুরকে দে।

পরিজন।—যে আজ্ঞে। ওগো মানবক-ঠাকুর! এইগুলি তোমার।

বিদূ।—(মোদকের সরা গ্রহণ করিয়া) কল্যাণ হোক! এই উপবাসে যেন তোমার বহু ফল লাভ হয়।

দেবী।—মহারাজ! একবার এই দিকে এসো তো।

রাজা।—এই এসেচি।

দেবী।—(রাজাকে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণিপাত) এই রোহিণী চন্দ্র দেবতাযুগলকে সাক্ষী করে', আর্য্যপুত্রকে আমি প্রসন্ন করচি। আজ হতে যে রমণীকে আর্য্যপুত্র প্রার্থনা করবেন এবং যে প্রণয়িনী আর্য্যপুত্রের সমাগম ইচ্ছা করবেন, আমি তার সহিত প্রীতিবন্ধনে অবস্থান করব।

উর্ব্ব।—ওমা একি কথা! না জানি কি ভাবে কথাটা বল্লেন। যা হোক এখন আমার সন্দেহ ভঞ্জন হয়ে হৃদয় পরিষ্কার হল।

চিত্র!—সখি! এই মহানুভব পতিব্রতার অনুমতি হয়েছে, এখন প্রিয়-জনের সহিত নির্ব্বিঘ্নে তোমার মিলন হতে পারবে।

বিদূ।—(চুপি চুপি) মাছ পালিয়ে গেলে ছিন্ন-হস্ত হতাশ ধীবর বলে—"যাক্, আমার ধর্ম্ম হবে"। (প্রকাশ্যে) মহারাজের প্রতি কি আপনার এইরূপ ভালবাসা?

দেবী।—মূর্খ! এও বুঝ্‌লে না? আমার নিজের সুখ বিসর্জ্জন করে' মহারাজকে আমি সুখী করতে চাই। তুমি কেবল এখন এইটুকু ভেবে দেখ, মহারাজের পক্ষে এটা ভাল হল কি না।

রাজা।—

অন্যরে বিলায়ে দেও, কিম্বা মোরে রাখ তব
ক্রীতদাস করে',

—সকলি করিতে পার, কিন্তু আমি নহি যাহা
ভাব তুমি মোরে ॥

দেবী।—তুমি তা হও বা না হও, আমি তো নিয়মমত আমার প্রিয়-প্রসাদন-ব্রত সম্পন্ন করলেম। (দাসীর প্রতি) এখন আয় বাছা, আমরা যাই।

(প্রস্থানোদ্যত)

রাজা।—প্রিয়ে! আমাকে যদি এখন ছেড়ে চলে' যাও, তা হলে আমাকে আর প্রসন্ন করা হল কৈ।

দেবী।—মহারাজ! আমি পূর্ব্বে কখন নিয়ম লঙ্ঘন করি নি। এখন এখানে থাক্‌লে আমার ব্রত পালনের ব্যাঘাত হবে।

(পরিজনের সহিত দেবীর প্রস্থান)

উর্ব্ব।—ওলো! রাজর্ষি দেখ্‌চি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসেন। কিন্তু আমিত এখন মহারাজের নিকট হতে আমার হৃদয়কে ফিরিয়ে আন্‌তে পারচি নে।

চিত্র।—কিন্তু তুই নিরাশ হচ্চিস কেন—হৃদয়কে আবার ফেরাবি কেন বল্‌ দিকি?

রাজা।—(আসনের নিকটে আসিয়া) বয়স্য! দেবী এখনও বোধ হয় বেশী দূরে যান নি।

বিদূ।—যা বলতে চান মন খুলে বলুন। বৈদ্য যেমন রোগীকে অসাধ্য 'বলে' ত্যাগ করে, উনি তেমনি আপনাকে স্বইচ্ছায় ত্যাগ করে গেছেন।

রাজা।—আর উর্ব্বশী?

উর্ব্ব।—আজ কৃতার্থ হবে।

রাজা।—এই সময়ে—

প্রচ্ছন্না সে রূপসীর মধুর নূপুর ধ্বনি,
যদি শ্রুতিপথে মোর হয় গো পতিত,

পশ্চাৎ হইতে আসি,' অতি ধীরে ধীরে যদি,
নেত্র মোর করাম্বুজে করেন আবৃত,
এই হর্ম্ম্যতলে নামি', লজ্জাভয় বশে যদি,
বিলম্বিত গতি হয়—না সরে চরণ,
সুচতুর সখী তাঁর প্রতিপদে জোর করি,'
যদি তাঁরে মোর কাছে করে আনয়ন—

উর্ব্ব।—ওলো! ওঁর এই ইচ্ছাটী তবে পূর্ণ করা যাক্
(পশ্চাৎ হইতে গিয়া চক্ষু আবৃত করণ)

চিত্র।—(বিদূষককে জ্ঞাপন)

রাজা।—(স্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া) সখা! এ নিশ্চয়ই উর্ব্বশীর করস্পর্শ

বিদূ।—কি করে' আপনি জানলেন?

রাজা।—একি আর জান্‌তে বাকি থাকে?

অনঙ্গ-তাপিত অঙ্গ করে কি গো সুখবোধ
অন্য কোন হস্তের পরশে?
রবি-করে কভু কি গো কুমুদ প্রফুল্ল হয়?
—চন্দ্র-করে ফোটে সে হরষে॥

উর্ব্ব।—(চক্ষু হতে হস্ত সরাইয়া উত্থান এবং কিঞ্চিৎ নিকটে আসিয়া) জয় মহারাজের জয়!

রাজা।—এসো সুন্দরি এসো। (একাসনে উপবেশন করাইয়া)

চিত্র।—সখা! সুখে আছ তো?

রাজা।—এত দিনের পর আজ সুখলাভ হল।

উর্ব্ব।—ওলো! মহারাজকে দেবী আমায় দান করে গেছেন, তাই আমি প্রণয়িনীর মত ওঁর শরীর স্পর্শ করে' আছি; এ মনে কোরো না আমি উশরি-পড়া হয়ে এসেছি।

বিদূ।—এ কি! দুর্জ্জনের সূর্য্যই যে এইখানে অস্ত গত হল।

রাজা।—(উর্ব্বশীকে দেখিয়া)

দেবী-দত্ত বলি' যদি এবে মোর দেহ তুমি
কর আলিঙ্গন,
পূর্ব্বে কার আজ্ঞা পেয়ে তুমি করেছিলে মোর
হৃদয় হরণ ?

চিত্র।—সখা! উনি নিরুত্তর। আচ্ছা এখন আমার একটি নিবেদন আছে—আপনার শুন্‌তে হবে।

রাজা।—বল, মনোযোগ দিয়ে শুন্‌চি।

চিত্র।—বসন্তের পর গ্রীষ্মকাল এলে, সূর্য্যেদেবের উপাসনা করতে আমার যেতে হবে। তা, আমার অবর্ত্তমানে যাতে আমার প্রিয়সখী স্বর্গের জন্য উৎকণ্ঠিতা না হন, এইটি আপনি করবেন।

বিদূ।—স্বর্গে এমন কি আছে যে সেখানকার কথা মনে পড়বে? সেখানে না পাওয়া যায় কিছু খেতে, না পাওয়া যায় কিছু পান করতে। কেবল, মৎস্যের মত অনিমিষ হয়ে চেয়ে থাক্‌তে হয়।

রাজা।—ভদ্রে!

স্বর্গ-সুখ, অনির্দেশ্য, কে বল ঘটাতে পারে
সে স্বরগ-সুখের বিস্মৃতি ?
এই মাত্র বলি আমি, অন্য নারী-সাধারণে
এ দাসের নাহি কোন প্রীতি॥

চিত্র।—এ কথা শুনে অনুগৃহীত হলেম। ওলো উর্ব্বশি! অকাতরে আমাকে এখন তবে বিদায় দে।

উর্ব্ব।—(চিত্রলেখাকে আলিঙ্গন করিয়া) সখি! আমাকে ভুলো না।

চিত্র।—(সস্মিত) সখার সঙ্গে তোমার মিলন হল—এ প্রার্থনা এখন আমিই করতে পারি।

(রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

বিদু।—আজ কি সৌভাগ্য—মহারাজের মনস্কামনা পূর্ণ হল। এখন খুব আনন্দ করুন।

রাজা।—এতে যে আমার কতটা আনন্দ হয়েছে তা আর কি বল্‌ব। দেখ :—

সামন্তগণ-মস্তক-মণির প্রভায়
রঞ্জিত এ পাদ-পীঠ সত্য;
একছত্র প্রভু আমি নিখিল ধরায়
—সরবত্র মোর আধিপত্য।
এ সমস্ত লভিয়াও দেখ ওগো সখা!
হই নাই তেমন কৃতার্থ
যেমন লভিয়া আজি ওই চরণের
রমণীয় মধুর দাসত্ব॥

উর্ব্ব।—এর পর, আমি আর কি বলতে পারি?

রাজা—(উর্ব্বশীর হস্ত ধরিয়া) কি আশ্চর্য্য! এই অভীষ্ট লাভের সঙ্গে সঙ্গে, আগে যা কষ্টদায়ক ছিল এখন তাই আবার অনুকূল ভাব ধারণ করেচে।

দেখ সুন্দরি!
গাত্রে মোর সুধা ঢালে শশাঙ্কের কর,
দিব্য অনুকূল এবে মদনের শর।
যাহা যাহা আগে হত রুক্ষ বিবেচনা
—তব সম্মিলনে এবে দেয় গো সান্ত্বনা॥

উর্ব্ব।—মহারাজের কাছে এ চির-দাসীর বিস্তর অপরাধ হয়েচে।

রাজা—না না—সে কি কথা?

দুঃখ যাহা শেষে হয় সুখে পরিণত
তাহাই অধিক স্বাদু হয় গো নিয়ত।

আতপের খর তাপে যেগো পায় ক্লেশ
তারি পক্ষে তরুচ্ছায়া আরাম বিশেষ॥

বিদূ।—দেখুন, প্রদোষ-কালের রমণীয় চন্দ্র-কিরণ তো বেশ উপভোগ করা গেল। এখন ঘরে যাবার সময় হয়েচে।

রাজা।—আচ্ছা তুমি তবে তোমার সখীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

বিদূ।—এই দিক দিয়ে আসুন, এই দিক দিয়ে।

রাজা।—সুন্দরি! আমার এখন এই প্রার্থনা :—

উর্ব্ব।—কি?—বলুন।

রাজা।— যত দিন হয় নাই সিদ্ধ মনোরথ
—এক রাত্রি মনে হত যেন রাত্রি শত।
এবে তব সমাগমে তাই যদি হয়
সুন্দরি কৃতার্থ আমি হইগো নিশ্চয়॥

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

দৃশ্য।—গন্ধমাদন পর্ব্বত-প্রান্তে "অকলুষ"-অরণ্য।

বিমনস্ক-ভাবে চিত্রলেখা ও সহজন্যার প্রবেশ।

সহ।—(চিত্রলেখাকে দেখিয়া) সখি! ম্লান কমলিনীর মত তোমার মুখখানি শুকিয়ে গেছে, তাতে বেশ বোধ হচ্চে তোমার মনটা ভাল নেই। তা বলনা কি হয়েচে, তাহ'লে আমিও তোমার ব্যথার ব্যথী হতে পারি।

চিত্র।—উর্ব্বশীকে ছেড়ে, অপ্সরাদের পালা-অনুসারে আজ আমাকে সূর্য্যের চরণ-সেবা করতে হবে—তাই উর্ব্বশীর জন্য আমার ভাবনা হয়েচে।

সহ।—তোমাদের দুজনের মধ্যে যেরূপ ভালবাসা তা আমি জানি।—তার পর?

চিত্র।—তা, এখন সখী কি ভাবে আছেন ধ্যান করে' জান্‌লেম, তাঁর এখন বিষম বিপদ উপস্থিত।

সহ।—(আবেগ-সহকারে) কিরূপ বিপদ?

চিত্র।—মন্ত্রীর উপর সমস্ত রাজ্যভার দিয়ে, উর্ব্বশী প্রেমাসক্ত রাজর্ষিকে নিয়ে গন্ধমাদন-বনে বিহার করতে গেছেন।

সহ।—তা, এইসব স্থানই তো প্রকৃত সম্ভোগের স্থান—তার পর?

চিত্র।—তার পর, মন্দাকিনী-তীরে উদয়বতী নামে একটি বিদ্যাধর-বালিকা বালুকা-পর্ব্বতের উপর খেলা করছিল, তাই রাজর্ষি তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখ্‌ছিলেন, এতেই প্রিয়সখীর রাগ হল।

সহ।—তা হতে পারে। উর্ব্বশী নাকি রাজাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাই তাঁর এ রকম একটুও সহ্য হয় না। তার পর—তার পর?

চিত্র।—তার পর, স্বামীর অনুনয় অগ্রাহ্য করে', গুরুর অভিশাপে দেবতাদের নিয়ম বিস্মৃত হয়ে, স্ত্রীজনের-প্রবেশ-নিষিদ্ধ সেই কুমার কার্ত্তিকেয়ের বনে উর্ব্বশী যেমন প্রবেশ করলেন অমনি তিনি একটি লতারূপে পরিণত হলেন।

সহ।—তাঁর অনুরাগ হতেই যখন এইরূপ অনর্থ সহসা ঘট্‌ল, তখন বল্‌তে হবে, বিধাতারও নিয়ম অলঙ্ঘনীয় নয়। আহা না জানি রাজর্ষির এখন কি অবস্থা হয়েচে!

চিত্র।—সেই কাননে প্রিয়তমার চিন্তাতেই তিনি এখন দিন রাত কাটাচ্চেন। আবার, এই যে মেঘ উঠেচে, এতে সুখীজনেরও মনে উৎকণ্ঠা জন্মে দেয়, তা এঁর পক্ষে না জানি আরও কত কষ্টদায়ক হবে।

সহ।—সখি! যাদের এমন সুন্দর আকৃতি তারা কখনই দীর্ঘকাল দুঃখভাগী হয় না। অবশ্যই দৈব-অনুগ্রহে পুনর্ম্মিলনের একটা কিছু কারণ শীঘ্রই ঘট্‌বে। ঐ সূর্য্যদেব উদয় হচ্চেন—এসো এখন আমরা ওঁর চরণ-সেবা করিগে।

(প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

উন্মত্ত-বেশে রাজার প্রবেশ।

রাজা।—ওরে দুরাত্মা রাক্ষস! দাঁড়া—দাঁড়া—আমার প্রিয়তমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চিস্? কি উৎপাত! আকাশে উঠে শৈল-শিখর হতে আমার উপর যে বাণ বর্ষণ করচে। (চিন্তা করিয়া)

নব জলধর এযে—নহে দৃপ্ত বর্ম্মাবৃত
রাক্ষস ভীষণ।

এযে দেখি দূরাকৃষ্ট ইন্দ্রধনু—এতো কভু
নহে শরাসন।
প্রবল এ বৃষ্টিপাত, এতো নহে রাক্ষসের
বাণ-পরম্পরা,
কনক-নিকষ-স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ এ—এতো নহে
প্রেয়সী অপ্সরা॥

(চিন্তা করিয়া) তবে সে রম্ভোরু না জানি এখন কোথায়?

থাকিবে কি কোপ-বশে হইয়া প্রচ্ছন্ন-কায়
শক্তির প্রভাবে?
কিন্তু সে যে নাহি পারে থাকিতে গো বহুক্ষণ
মানিনীর ভাবে।
যদি স্বর্গে গিয়া থাকে— আমা প্রতি পুন তার
হবে আর্দ্র মন।
সম্মুখে থাকিতে আমি দৈত্যেরো কি সাধ্য তারে
করে গো হরণ।
তবে সে যে একেবারে নেত্র-অগোচর হল
তাই বা কেমন?

(চারিদিকে চাহিয়া সনিশ্বাসে) হায়! হতভাগ্য জনের একটা দুঃখ যেন অন্যদুঃখের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। কেননা:—

সহসা গো সুদুঃসহ প্রিয়ার বিচ্ছেদ-কষ্ট
এ সময়ে হল উপস্থিত।
নব জলধর যবে করিবে গো দিনগুলি
রমণীয় আতপ-রহিত॥

(হাসিয়া) কেন বৃথা এই মনস্তাপ আমি সহ্য করচি? মুনিরা তো বলেন—রাজাই কালের কারণ। আচ্ছা, তবে কি আমি এই

বর্ষাকাল স্থগিত রাখ্‌তে আজ্ঞা দেব? কিন্তু না, এই বর্ষার লক্ষণ গুলিই আমার রাজোপচার-স্বরূপ। এই দেখনা :—

বিদ্যুল্লেখাঙ্কিত অভ্র— স্থবর্ণ-রঞ্জিত চারু
চন্দ্রাতপ যেন প্রসারিত,
এ নিচুল তরুগণ মঞ্জরী-চামর যেন
করে ধরি' করে সঞ্চালিত।
গ্রীষ্ম-অবসানে দেখ উচ্চৈঃস্বরে করে গান
বন্দী শিখী যত
বণিক জলদ-দল আনিতেছে সঙ্গে করি'
ধারা-হার কত॥

যা হোক্—এই সব রাজ-বিভবের শ্লাঘা করে' আর কি হবে? আচ্ছা আমি তবে এখন এই কাননে আমার প্রিয়াকে অন্বেষণ করি। (দেখিয়া) হায়! প্রিয়ার অন্বেষণ করতে গিয়ে এইগুলি যে আরও আমার বিরহের উদ্দীপক হয়ে উঠ্‌ল।

নব কন্দলীর ফুল সলিল-গরভ, আর
আরক্ত বরণ;
—অভিমানে ছলছল প্রিয়ার সে আঁখি দেয়
করিয়া স্মরণ॥

যদি এই দিক দিয়ে গিয়ে থাকেন, কি করে' এখন তাঁর সন্ধান করি?

কেননা :—

বর্ষাসিক্ত বালুময় এই চারু বনভূমি
চরণ-পরশ তাঁর যদি গো লভিত,
সে গুরু নিতম্বভারে নত যে চরণ, তার
অলক্ত-রঞ্জিত পংক্তি হইত অঙ্কিত॥

(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া সহর্ষে) যে পথ দিয়ে মানিনী চলে গেছেন, তার চিহ্ন এইবার দেখ্‌তে পেয়েছি। সেই নিম্ননাভি সুন্দরী—

বাধা ঠেলি' মান-ভরে করিয়া গমন
ফেলিয়া গিয়াছে তার স্তনের বসন।
সে বসন শ্যামবর্ণ শুকোদর-প্রায়,
অশ্রুসিক্ত ওষ্ঠরাগ অঙ্কিত তাহায়॥

(চিন্তা করিয়া) একি! এযে ইন্দ্রগোপ-কীটপূর্ণ একটি শ্যামল নব তৃণভূমি। এই নির্জ্জন বনে কি করে' প্রিয়ার সন্ধান পাই? (দেখিয়া) এই যে, বৃষ্টি-ধারায় উচ্ছসিত এই শৈল-ভূমির পাষাণ-স্তূপে প্রিয়া বুঝি আরোহণ করেছেন:—

ঊর্দ্ধে কণ্ঠ উত্তোলিয়া, কেকারবে পূরি দিক্
শিখীগণ নেহারিছে মেঘে,
নড়িছে শিখণ্ড-গুলি সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ি
প্রবল সে সমীরণ-বেগে॥

(নিকটে আসিয়া) আচ্ছা ভাল ওকে জিজ্ঞাসা করি।

এ অরণ্যে কর বাস ধবল-অপাঙ্গ ওগো
নীলকণ্ঠ শিখি!
উৎকণ্ঠা-হেতু মোর দীর্ঘাপাঙ্গ প্রেয়সীরে
দেখনি তুমি কি?

একি! কোন উত্তর না দিয়ে নাচ্‌তে লাগ্‌ল যে! এর হর্ষের কারণ না জানি কি। (চিন্তা করিয়া) ওঃ! বুঝেচি।—

ঘন-শ্রী সুচারু পুচ্ছ ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে
অনিল-পরশে,

নাহি মোর প্রিয়া তাই নিঃসপত্ন হয়ে শিখী
নাচিছে হরষে।
সুকেশীর কেশগুচ্ছ কুসুম-ভূষিত
রতিশ্রমে আহা কিবা হত আলুলিত!
—সে থাকিলে শিখী কারো মন কি হরিত?

আচ্ছা যাক্। পরদুঃখে যে সুখী তাকে আর জিজ্ঞাসা করব না। (পরিক্রমণ করিয়া) এই যে, গ্রীষ্মাবসানে উন্মত্ত কোকিল জামগাছের ডালে বসে আছে। বিহঙ্গ জাতির মধ্যে এরাই পণ্ডিত। ভাল, একেই জিজ্ঞাসা করে' দেখি।

কামী-জন যত সবে
বলে তোরে মদনের দূতি,
—মানের অমোঘ অস্ত্র
—মান ভাঙিবারে দক্ষ অতি।
কলভাষী পিক ওরে! মোর কাছে প্রেয়সীরে
কর আনয়ন।
কিম্বা মোরে ত্বরা করি নিয়ে যারে যেথা আছে
প্রেয়সী এখন॥

কি বল্লে?—আমার মত অনুরক্ত জনকে কেন সে ত্যাগ করে' চলে গেল?—শোনো তবে ঃ—

করিয়াছে মান, নাহি মানের কারণ;
কিছু হেতু আছে বলি' না হয় স্মরণ।
রমণের কালে দেখ রমণী সবাই
প্রভুত্ব পুরুষ-পরে করে গো সদাই।
অকারণে মান করে তারা গো অযথা,
হোক্ বা না হোক্ কোন ভাবের অন্যথা॥

এ কি! আমার কথায় মনোযোগ না দিয়ে আপনার কাজেই মত্ত?

পরের মহৎ দুঃখ অন্যে নাহি দহে,
তাই তো অপরে তা' শীতল বলি' কহে।
বিপন্ন আমি যে, মোরে করি' হতাদর
পক্কজম্বু-রসপানে পিক্ সে তৎপর
—মদান্ধা কামিনী যথা পিয়ে গো অধর॥

আমার প্রিয়ার মত এই মৃদু-ভাষিনী কোকিলাও আমাকে যে ত্যাগ করে চলে গেল,—যাক্, আমি তাতে রাগ করচি নে। আচ্ছা তবে এখান থেকে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ ও কাণ পাতিয়া শ্রবণ) এই যে! দক্ষিণ দিকে প্রিয়ার চরণের নূপুর-ধ্বনির মত কি যেন শোনা যাচ্চে না?—আচ্ছা তবে ঐ দিকেই যাই। (পরিক্রমণ করিয়া) হায়!

এ নহে নূপুর ধ্বনি, মানস গমন তরে
সমুৎসুক রাজহংস কুল।
শ্যাম-কান্তি মেঘোদয়ে নিরখিয়া দশদিশি
কুজিতেছে হইয়া আকুল॥

আচ্ছা ভাল, মানস-সরোবরে যাবার জন্য উৎসুক এই পাখীরা যতক্ষণ না সরোবর থেকে উড়ে যায় ততক্ষণ ওদের কাছে থেকে প্রিয়ার সন্ধান নেওয়া যাক্। (নিকটে গিয়া) ওগো! জলবিহঙ্গ রাজ!

ক্ষণ তরে ত্যজ এবে মৃণাল-পাথেয়,
মানসে যাইবে যদি পরে লয়ে যেয়ো।
প্রিয়ার বিরহ হতে, মোরে এবে কর গো উদ্ধার
স্বার্থ হতে গুরুতর, সাধুদের বন্ধু-উপকার॥

(পথের দিকে উন্মুখ হইয়া অবলোকন) "মানস-ঔৎসুক্যে আমি কিছুই লক্ষ্য করিনি"—এই কথা বলচে।

সরোবর-তীরে, হংস ! যদি না দেখিয়া থাকো
সে নতভ্রূ প্রেয়সীরে মোর,
কেমনে এ মদ-গতি অবিকল তাঁহা হতে
গ্রহণ করিলে তুমি চোর ?
তুমিই তো গতি তাঁর করেছ হরণ,
এনে তুমি দেও মোরে প্রিয়ারে এখন।
চুরি-অভিযোগে যদি এক অংশ হৃত বলি'
হয় গো স্বীকৃত,
—সমস্ত ফিরিয়া দিতে বাধ্য সেই অপরাধী
জানিবে নিশ্চিত ॥

(হাসিয়া) রাজা চোরের শাসনকর্ত্তা এই ভেবে হংসটি দেখ্‌চি ভয় পেয়ে উড়ে গেল। (পরিক্রমণ করিয়া) এই যে, চক্রবাকীর সঙ্গে চক্রবাক্ এইখানে রয়েছে দেখচি—আচ্ছা, ওকেই তবে জিজ্ঞাসা করে দেখি।

রথাঙ্গ তোমার নাম ; রথচক্র-সম মোর
প্রেয়সী সে উর্ব্বশীর আয়ত নিতম্ব
—সেই রথে রথী আমি ; তাই জিজ্ঞাসি গো তোমা
হয়ে মনোরথাবৃত—হৃত-প্রিয়া-সঙ্গ ॥

এ কি ! এ যে শুধু "এ কে ? এ কে ?"—এই কথাই বল্‌চে। না—হ'ল না। আমাকে নিশ্চয় চিন্তে পারি নি। আমি কে শুন্‌বে ?

পিতামহ শশধর,
মাতামহ মোর দিনমণি।
পতিত্বে বরেছে মোরে
উর্ব্বশী ও পৃথিবী আপনি ॥

একি ! চুপ্ করে' রইল যে, আচ্ছা তবে ওকে তিরস্কার করা যাক্।

পদ্মপত্রে দেহ ঢাকি' যদি তব সহচরী
থাকে সরোবরে,
দূরে ভাবি' তারে তুমি হইয়া উৎসুক অতি
ডাকো সকাতরে।
পত্নি-স্নেহবশে তুমি সতত করহ ভয়
বিচ্ছেদের দুখ,
এ বিধুর জনে তবে প্রিয়ার বারতা দিতে
কেন পরাঙ্মুখ?

আমাদের মত যারা হতভাগ্য তাদের এইরূপই ঘটে। আচ্ছা আমি তবে স্থানান্তরে যাই। এই যেন

পদ্ম-অভ্যন্তরে অলি করিয়া গুঞ্জন
আমার গমনে বাধা দেয় অনুক্ষণ।
অধর-দংশন কালে করিত শীৎকার
—মনে পড়ে মোর সেই আনন প্রিয়ার।

তা হোক্। এই কমলবাসী মধুকরকেও একবার জিজ্ঞাসা করি, এখান থেকে গিয়ে আবার না অনুতাপ করতে হয়।

মধুকর মদিরাক্ষি! প্রিয়া মোর কোথা বল শুনি,
বরতনু প্রেয়সীরে, কোথাও কি দেখ নাই তুমি?
সে মুখ-সুরভি-শ্বাস, তুমি যদি করিতে আঘ্রাণ
তা হলে কি এই পদ্মে মজিত গো তোমার পরাণ?

যাই, অন্যত্র গিয়ে অন্বেষণ করি। (পরিক্রমণ) এই যে, কদম্ব-তরু-স্কন্ধে ঠেস দিয়ে করিণীর সঙ্গে গজরাজ এইখানে আছেন। (দেখিয়া) থাক্, ওকে এখন ত্বরা দিয়ে কাজ নেই।

ভাঙ্গিয়া সল্লকী-তরু, করিণী সে শুণ্ডে করি'
আনিয়াছে অভিনব পল্লব তাহার।

তাহা হতে ঝরে ক্ষীর—সুরভি আসব-রস—
আগে তাহা গজরাজ, করুক আহার ॥

(ক্ষণকাল থাকিয়া) যাক্—এইবার আহার শেষ হয়েছে, এইবার জিজ্ঞাসা করি।

দেখেছ কি গজরাজ, বল না আমায়,
শশি-কলা সম কোন রূপসী বালায় ?
সুচির-যৌবনা সেই প্রিয়-দরশনা
—যুথিকা-ভূষিত যার কেশের রচনা ॥

(সহর্ষে) এই যে, স্নিগ্ধমন্দ্র গর্জ্জনে আমাকে আশ্বাস দিচ্চে, আমি প্রিয়াকে আবার পাব। আমরা উভয়ে সমধর্ম্মী কি না, তাই গজরাজের উপর আমার এত অনুরাগ।

আমায় গো লোকে বলে পৃথ্বীরাজ-অধীশ্বর,
তুমিও তো নাগ-অধিরাজ।
তুমি কর মদ-দান অজস্র ধারায় সদা,
ধন-দান আমারো তো কাজ।
স্ত্রীরত্ন যত আছে
তার মাঝে সেরা সে উর্ব্বশী।
করিণীর মাঝে, তব
বশ্যা এই করিণী-রূপসী।
আমা-সম সব তব
কিছু মাত্র নাহিক অন্যথা
শুধু নাহি আমা সম
প্রিয়া লাগি' বিরহজ ব্যথা ॥

তুমি সুখে থাকো। আমি অন্যত্র অন্বেষণ করিগে। (পার্শ্বে দৃষ্টি করিয়া) এই যে, সুরভি-কন্দর নামে অতি রমণীর একটি পর্ব্বত দেখা

যাচ্চে। আপ্সরাদেরও এইটি প্রিয় স্থান। সেই সুন্দরীকে কি এরই উপত্যকায় পাওয়া যাবে? (পরিক্রমণ ও অবলোকন) কি আশ্চর্য্য! আমার অদৃষ্ট-ফলে মেঘও এখন বিদ্যুৎ-শূন্য। যা হোক্, আমি এই শৈল-রাজকে না জিজ্ঞাসা করে' ফিরব না।

হে পৃথুনিতম্ব গিরি! সুচারু নিতম্ববতী
পীনস্তনী—ক্ষীণ যার অঙ্গ-সন্ধিচয়—
সেই মোর উরবশী —রূপসী যে রতি সম—
তব কোন বনে কি গো লয়েছে আশ্রয়?

একি! চুপ করে' রইল যে! বোধ হয় দূরত্বপ্রযুক্ত শুন্‌তে পাই নি —আচ্ছা, কাছে গিয়ে আবার ওকে জিজ্ঞাসা করি। (পরিক্রমণ করিয়া)

ওহে পর্ব্বত-নাথ! জিজ্ঞাসি গো তোমা কাছে
দেখেছ কি কোন রামা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী
আমা-বিরহিত হয়ে তব রম্য বন-মাঝে
বিয়াকুলা ইতস্ততঃ ভ্রমে হা হা করি'?

(শুনিয়া সহর্ষে) তাই তো, ও যে বল্‌চে "ঠিক ঐরূপ আপনার প্রিয়াকে দেখেচি।" আরও বলচে,—"আপনি যা বল্লেন তা অপেক্ষাও প্রিয়তর একটা কথা বলি শুনুন।"—তবে আমার প্রিয়তমা কোথায়? (নেপথ্যে তাহাই শুনিয়া) হা ধিক্—এ যে আমারই কন্দর-মুখ-নির্গত প্রতিশব্দ। (বিষাদের অভিনয়) আমি শ্রান্ত হয়ে পড়েচি। এই গিরি-নদীতীরের তরঙ্গ-বায়ু একটু সেবন করা যাক্। এই স্রোতস্বতী নব জলে কলুষিতা হলেও, একে দেখ্‌তে আমার বড় ভাল লাগচে।

তরঙ্গ ভ্রূভঙ্গ যেন, ক্ষুভিত বিহঙ্গ-রাজি
—রশনা উহার।
সম্ভ্রম-শিথিল বাস ফেনরাশি-রূপে যেন
করিছে বিস্তার।

চলিছে স্খলিত-গতি চিন্তি' অপরাধ মম
মনে অবিরত,
না পারি' সহিতে আর নিশ্চয় সে হইয়াছে
নদী-পরিণত॥

আচ্ছা, আমি একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি। (অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া)

তোমাতে আসক্তি মম বদ্ধ গাঢ়তর,
তাই প্রিয়বাক্য তোমা কহি নিরন্তর।
হয় নি প্রণয়-ভঙ্গে
বিমুখ এ চিত তব প্রতি,
দেখিয়াছ কভু কি গো
অপরাধ মোর একরতি?
তবে কেন মানিনি লো!
দাসজনে ত্যজিলে এমতি?

অথবা ইহা প্রকৃতই নদী, উর্ব্বশী নয়; তা না হলে, পুরুরবাকে ত্যাগ করে' সমুদ্রের প্রতি কেন অভিসারিনী হবে। অচ্ছা তাই ভাল। বিলাপ করে'কোন ফল নেই। আচ্ছা আমি এখন তবে সেই স্থানে গমন করি যেখান থেকে সেই সুনয়না আমার নয়ন হতে তিরোহিত হয়েছিলেন।(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে, পথে তাঁর পদচিহ্ন দেখা যাচ্চে।

রকত কদম্ব ফুল—গ্রীষ্ম-অবসান যাহা
করে গো সূচিত
—এখনও হয় নি তার সমগ্র কেশরগুলি
পূর্ণ বিকসিত।
তবু যেন প্রিয়া মোর, চূড়া-আভরণ-রূপে
করেছেন ধৃত॥

(দেখিয়া) ঐ যে হরিণটি বসে আছে—আচ্ছা ওকেই প্রিয়ার সংবাদ জিজ্ঞাসা করি।

ঐ যেগো কৃষ্ণশার, বসিয়া রয়েছে হোথা
সমুজ্জ্বল বিচিত্র-বরণ,
আহা যেন কানন-শ্রী করিয়া কটাক্ষপাত
বন-শোভা করে নিরীক্ষণ॥

(দেখিয়া) আমাকে যেন অবজ্ঞা করে' অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। (দেখিয়া)

স্তনপায়ী শিশুসঙ্গে
মৃগী যবে আইল সমীপে
গ্রীবাভঙ্গ করি কিবা
মৃগ তারে দেখে অনিমিখে।

ওহে যূথপতি!

প্রিয়ারে দেখেছ কিগো তব এই বনে?
তাহার লক্ষণ বলি শোনো গো শ্রবণে॥
আয়ত-লোচনা যথা তব সহচরী
আমার প্রেয়সী সেও এমনি সুন্দরী॥

কি? আমার কথায় অনাদর করে' ওর স্ত্রীর কাছেই রইল। বোঝা গেছে। দশা-বিপর্য্যয় হলেই অপমানের পাত্র হতে হয়। এখান থেকে তবে যাওয়া যাক্।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া)

ফাটা পাষাণের ভিতর থেকে কি একটা দেখা যাচ্চে না?

কেশরী যে গজরাজে করিয়াছে হত
একি সেই প্রভাময় মাংস-খণ্ড তার?
অথবা হবে কি ইহা অগ্নির স্ফুলিঙ্গ
কিম্বা বরষিল নভ জলদ-আসার॥

(বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া)

একি! এযে মণি হেরি—অশোক গুচ্ছের মত
রক্তিম-বরণ,
লইতে উহারে যেন, সূর্য্যদেব করিছেন
কর প্রসারণ॥

মণিটি অতি মনোহর। আচ্ছা ওটিকে আমি তবে নি। অথবা :—

অর্পণের যোগ্য এযে প্রিয়ার মাথায়
—মন্দার-কুসুম-বাসে যাহা সুবভিত।
কিন্তু সেই প্রিয়া মোর এখন কোথায়?
কেন তবে করি ইহা অশ্রুতে সিঞ্চিত?

নেপথ্যে।—লও বৎস লও।

এই "সঙ্গমন"-মণি, গৌরী-পাদপদ্ম-রাগ
হতে উৎপাদিত,
যে করে ধারণ ইহা, প্রিয়জন-সহ শীঘ্র
হয় সম্মিলিত॥

রাজা।—(কান পাতিয়া শ্রবণ)—নাজানি কে আমাকে এই কথা বল্‌চে। (চারিদিক দেখিয়া) এই যে! আমার প্রতি একজন মৃগচারী মুনির দয়া হয়েচে। ভগবন্! আপনার এই উপদেশে আমি অনুগৃহীত হলেম। (মণি গ্রহণ করিয়া) ওহে সঙ্গমন-মণি!

বিযুক্ত রয়েছি এবে
ক্ষীণ-মধ্য প্রেয়সী হইতে,
মিলন করিয়া দিতে
যদি পার তাহার সহিতে
—হর যথা ইন্দু-কলা
চূড়াদেশে করেন ধারণ

মণি! তোরে সযতনে
শিরে মোর করিব স্থাপন॥

(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই কুসুম-হীন লতাটিকে দেখে কি জন্য আমার ওর উপর এত ভাল বাসা হচ্চে?—অথবা, ভাল বাস্‌বার উপযুক্ত কোন কারণ আছে—কেননা:—

মেঘ-জলে আর্দ্র দেখি পল্লব লতার
—অশ্রুজলে ধৌত যেন অধর প্রিয়ার।
লতাটি কুসুম-হীন
গেছে কাল পুষ্প ফুটিবার,
প্রিয়াও ভূষণ-হীন
না পরেন কোন অলঙ্কার।
তাঁহার চরণে পড়ি'
কত আমি চাহিলাম মাপ,
তখন অগ্রাহ্য করি'
এবে চণ্ডী করে অনুতাপ॥

প্রিয়ার অনুকারিণী এই লতাটিকে তবে প্রণয়ীভাবে আলিঙ্গন করি। (লতাকে আলিঙ্গন)

(উর্ব্বশীর প্রবেশ)

রাজা।—(নিমীলিতাক্ষ হইয়া স্পর্শসুখের অভিনয়) একি! উর্ব্বশীর গাত্রস্পর্শের মত যে আমার শরীরে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব হচ্চে। তবু এখনও বিশ্বাস নেই। কেন না:—

প্রথমেতে প্রিয়া বলি'
যারে যারে করি নির্দ্ধারিত

—মুহূর্ত্তে হইল তারা
অন্যরূপে রূপান্তরিত।
এ মোর নয়ন দুটি
উন্মীলিত করিব না আর,
স্পর্শি' যারে প্রিয়া ভাবি
—পাছে প্রিয়া না হয় আবার॥

(ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া) একি! সত্যই যে প্রিয়তমা।

উর্ব্ব।—(অশ্রু মোচন করিয়া) মহারাজের জয় হোক্।

রাজা।—

তোমার বিরহে প্রিয়ে, তমো-মাঝে ছিলাম মগন,
ভাগ্যবশে পেয়ে পুন, মৃত যেন পাইল চেতন॥

উর্ব্ব।—অন্তরেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমি সমস্ত বৃত্তান্ত মহারাজ প্রত্যক্ষ

রাজা।—অন্তরেন্দ্রিয়? —এ কথার অর্থ আমি বুঝতে পারলেম না।

উর্ব্ব।—আমি তা পরে বল্‌চি। আপাতত, আমি যে রাগ করে চলে' গিয়ে আপনাকে এই অবস্থায় ফেলেছিলেম, সেজন্য প্রসন্ন হয়ে আমাকে মার্জ্জনা করুন।

রাজা।—কল্যাণি! আমাকে আবার প্রসন্ন করতে হবে কেন? তোমার দর্শনেই বাহ্য-অন্তঃকরণ, অন্তরাত্মা, সমস্তই আমার প্রসন্ন হয়েছে। বল দিকি, আমাকে ছেড়ে কি করে' এত দিন ছিলে?

উর্ব্ব।—শুনুন মহারাজ! ভগবান কার্ত্তিকেয়, শাস্বত কুমার ব্রত গ্রহণ করে' অকলুষ নামে গন্ধমাদনের এই প্রান্তদেশে এসে বাস করেন। এবং সেই সময়, এই নিয়ম স্থাপন করেন:—যে কোন স্ত্রীলোক এ প্রদেশে প্রবেশ করবে অমনি সে লতারূপে পরিণত হবে—গৌরীচরণ-

প্রস্থূত মণি-বিনা আর তার উদ্ধার হবে না। আমি গুরুদেবের শাপ-প্রভাবে বিমূঢ়-চিত্ত হয়ে, দেবতার নিয়ম বিস্মৃত হয়ে, আপনার প্রণতি-অনুনয় অগ্রাহ্য করে' কুমার-বনে প্রবেশ করি। প্রবেশ করবামাত্রই আমি বসন্তলতায় পরিণত হই।

রাজা।—এখন সব বুঝতে পারলেম।

শয্যাপরে সুপ্ত হলে সুরত-আয়াসে,
আশঙ্কা করিতে তুমি—গিয়াছি প্রবাসে।
সেই তুমি বল প্রিয়ে কেমন করিয়া
সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ-দুঃখ রহিলে সহিয়া?

একজন মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁর উপদেশে—তুমি যার কথা বল্‌ছিলে—সেই মণি লাভ করে', সেই মণির প্রভাবেই দেখ তোমাকে আবার পেলেম। (মণি প্রদর্শন)

উর্ব্ব।—অহো! এই সেই "সংগমনীয়" মণি? তাই, মহারাজ আমাকে যেমনি আলিঙ্গন করলেন অমনি আমি প্রকৃতিস্থ হলেম। (মণি লইয়া মস্তকে ধারণ)

রাজা।—এই ভাবে খানিক ক্ষণ দাঁড়াও দিকি।

ললাটের মণি-রাগে, দীপ্ত তব বদন-মণ্ডল
—ধরিয়াছে শোভা যেন, বালাতপে রকত কমল॥

উর্ব্ব।—বহু কাল হল, প্রতিষ্ঠান নগর ছেড়ে আপনি চলে এসেচেন। এর জন্য প্রজারা নিশ্চই আমার উপর রাগ করচে। চলুন এখন আমরা ফিরে যাই।

রাজা।—তোমার আদেশ শিরোধার্য্য।

উর্ব্ব।—মহারাজ! কি রকম করে' এখন যেতে ইচ্ছা করেন?

রাজা।—দেখ প্রিয়ে!

সৌদামিনী-বিলসিত যাহার পতাকা,
গাত্রে যার নবচিত্র ইন্দ্রধনু আঁকা,
হেন নবমেঘ-রথে ওলো লীলা-গতি !
লয়ে যাও তুমি মোরে আমার বসতি ॥
ইতি চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ।

পঞ্চম অঙ্ক।

পরিতুষ্ট হইয়া বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—আ! বাঁচা গেল, রাজা উর্ব্বশীকে সঙ্গে নিয়ে নন্দন-বন প্রভৃতি প্রদেশে বিহার করে' ভাগ্যে ভাগ্যে ফিরে এসেছেন। এখন আবার সৎকার-উপচারের দ্বারা প্রজারঞ্জন করে' রাজ্য করচেন। এখন কেবল তাঁর সন্তানেরই অভাব, এ ছাড়া আর কোন অভাব নেই। আজ একটী বিশেষ শুভ তিথি, তাই মহারাজ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে দেবীদের সহিত কৃত-স্নান হয়ে এই মাত্র বাস-গৃহে প্রবেশ করেছেন। এখন সেখানে তিনি অনুলেপন মাল্যাদির দ্বারা অলঙ্কৃত হচ্চেন—এইবেলা সেইখানে গিয়ে আমিই প্রথমে তার ভাগ নিইগে। (পরিক্রমণ)

নেপথ্যে।—যে মণিটি মহারাজের হৃদয়-বিলাসিনী প্রেয়সীর মাথার চূড়ামণি, সেই মণিটি একটি তাল-পাতার ঠোঙ্গায় লাল রেশমি কাপড়ে ঢেকে নিয়ে যাচ্ছিলেম, এমন সময়ে একটা শকুনী আমিষ-খণ্ড মনে করে' সেটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

বিদূ।—(কান পাতিয়া) কি উৎপাৎ! সেই সঙ্গমনীয়-চূড়ামণিটি মহারাজের যে বিশেষ আদরের সামগ্রী। এই যে, বেশভূষা শেষ না হতেই মহারাজ আসন থেকে উঠে এই দিকে আসচেন। আমি এইবার তবে নিকটে যাই।

উদ্বিগ্ন পরিজনের সহিত রাজার প্রবেশ।

রাজা।— নিজের মরণ নিজে করি' আহরণ
কোথায় গেল গো সেই চোর-বিহঙ্গম
—রক্ষকেরি ঘরে চুরি করিয়া প্রথম?

কিরাত।—এই যে পাখিটার মুখে মণির স্বর্ণ-সূত্রটা লেগে আছে—আর

সেইটে মুখে করে' মণ্ডলাকারে যেমন উড়ে উড়ে বেড়াচ্চে আর অমনি যেন আকাশে তার এক-একটা রেখা পড়চে।

রাজা।— মুখে ধরি' হেম-সূত্র
মনিটিরে করিয়া গ্রহণ,
অঙ্গার-চক্রের মত
চক্রাকারে ঘোরে বিহঙ্গম।
ত্বরিত ভ্রমণে তার
নভ-পট-মাঝে যায় দেখা
বলয়-আকারে যেন
মণিটির রক্ত-রাগ-রেখা॥

—এখন কি কর্ত্তব্য?

বিদু —(নিকটে আসিয়া) মহারাজ! দয়া করে' কি হবে?—অপরাধীকে শাসন করাই কর্ত্তব্য।

রাজা।—তুমি ঠিক্ বলেচ। ধনু—ধনু।

(ধনুর্ধারিণী যবনীর প্রস্থান)

রাজা।—কৈ বয়স্য! পাখিটাকে তো দেখা যাচ্চে না?

বিদু।—শব-ভোজী সেই দুষ্ট পাখীটা এখান থেকে দক্ষিণ দিকে উড়ে গেছে।

রাজা।—(ফিরিয়া আসিয়া অবলোকন) এইবার দেখ্‌তে পেয়েচি।

এই সে মণিটি আনি' দিক-বিধু-মুখখানি
অলঙ্কৃত করেছে বিহগ।
অশোক-স্তবক শোভে ঘেরা প্রভা-পল্লবে
—এমনি গো হয় অনুভব॥

ধনু হস্তে যবনীর প্রবেশ।

যবনী।—মহারাজ! এই হস্তাবরণ, আর এই ধনু।

রাজা।—এখন আর ধনুতে কি হবে? গৃধ্রটি এখন বাণ-পথের অতীত। দেখনা কেন:—

বিহঙ্গম-নীত মণি দূরে এবে ভায়,
গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে মঙ্গলের প্রায়॥

(কঞ্চুকিকে দেখিয়া) দেখ লাতব্য, আমার নাম করে' নগর-রক্ষীকে বল, সেই বিহঙ্গ-দস্যু কোন্ বৃক্ষ-আবাসে আশ্রয় নিয়েচে বিশেষ করে' অনুসন্ধান করে।

কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞে মহারাজ।

বিদু।—এখন আপনি বসুন। সেই রত্ন-চোর যেখানেই যাক্, আপনার শাসন কিছুতেই অতিক্রম করতে পারবে না।

রাজা।—(বিদূষকের সহিত উপবেশন করিয়া)

যে মণিটি বিহঙ্গম গিয়াছে লইয়া
প্রিয় শুধু নহে উহা সুমণি বলিয়া।
প্রিয়া সহ ঘটায়েছে আমার মিলন
—তাই সঙ্গমনী-মণি মোর প্রিয় ধন।

শর-সমেত মণি লইয়া কঞ্চুকীর প্রবেশ।

বিদু।—এ কথা আপনি আমাকে পূর্ব্বে একবার বলেছিলেন বটে।

কঞ্চু।—মহারাজের জয়!

অপরাধী বধ্য পাখী
গিয়াছিল গৃহান্তরে উড়ি,
প্রবল প্রতাপ তব
সু-তীখন বাণরূপ ধরি'
বিঁধিল তাহার দেহ;
ওই দেখ মণির সহিতে

হইয়া বিদীর্ণ তনু

পড়ে ভূমে আকাশ হইতে ॥

(সকলের বিস্ময়)

কঞ্চু ।—মণিটিকে জলে ধোয়া গেছে—এখন কারও হাতে দেওয়া হোক্ ।

রাজা ।—দেখ কিরাতি, এটিকে অগ্নিশুদ্ধ করে' পেট্‌রার ভিতর রেখে দেও ।

কিরাতী ।—যে আজ্ঞা মহারাজ ।

(মণি লইয়া প্রস্থান)

রাজা ।—লাতব্য ! তুমি কি জান এ বাণটি কার ?

কঞ্চু ।—নাম লেখা আছে দেখা যাচ্চে, কিন্তু আমার এ ক্ষীণ দৃষ্টিতে অক্ষর ঠাওরাতে পারচিনে ।

রাজা ।—আচ্ছা, শরটি আমার কাছে নিয়ে এসো ।

কঞ্চু ।—(তথা করণ)

রাজা ।—(নামাক্ষর পাঠ করিয়া অপত্য-লাভের হর্ষ)

কঞ্চু ।—আমি তবে আমার কাজে যাই ।

(প্রস্থান)

বিদূ ।—আপনি কি ভাবছেন ?

রাজা ।—পক্ষী-হন্তার নামাক্ষরগুলি শোনো । (পাঠ)

উর্ব্বশীর গর্ভজাত,

ইলা-সুত পুরুরবা রাজার কুমার

—রিপুদল-আয়ূহর্ত্তা

"আয়ু"-নামে ধনুর্ধারী—এ বাণ তাহার ॥

বিদূ ।—(সপরিতোষে) কি সৌভাগ্য ! আপনার দেখ্‌চি তা হলে সন্তান লাভ হল ।

রাজা।—সখা! এ কি করে' হল? নৈমেষেয়-যজ্ঞ-উপলক্ষে যাওয়া ছাড়া, তাঁর সঙ্গে আমার তো আর কখন ছাড়াছাড়ি হয়নি। তাঁর গর্ভলক্ষণও আমি কখন দেখি নি। তবে সন্তান হল কি করে'? কিন্তু:—

কিছু দিন হতে আমি, দেখেছিনু বটে তাঁর
অলস নয়ন,
কুচাগ্র ঈষৎ নীল, লবলীর ফল সম
পাণ্ডুর আনন॥

বিদূ।—সমস্ত মানুষী ধর্ম্ম যে দেবতাতেও থাক্‌বে এ কথা আপনি মনে করবেন না। তাঁদের সমস্ত কার্য্যই তাঁদের নিজের প্রভাব-বলে গুপ্ত থাকে।

রাজা।—তুমি যা বল্‌চ তাই যেন হয়। কিন্তু পুত্র গোপন করে' রাখবার তাঁর অভিপ্রায় কি?

বিদূ।—দেবতার রহস্য কে বুঝতে পারে বলুন?

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—মহারাজের জয়! চ্যবন ঋষির আশ্রম হতে একটি কুমারকে নিয়ে একজন তাপসী এসেচেন—তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

রাজা।—দুজনকেই শীঘ্র নিয়ে এসো।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞে মহারাজ।

প্রস্থান করিয়া ধনুর্ধারী কুমার ও
তাপসীকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।

কঞ্চু।—এই দিক দিয়ে ভগবতি এইদিক দিয়ে। (সকলের পরিক্রমণ)

বিদূ।—(দেখিয়া) ইনিই কি সেই ক্ষত্রিয় কুমার যাঁর নামাঙ্কিত বাণে গৃধ্রটি লক্ষ্যবিদ্ধ হয়?

রাজা।—তাই সম্ভব। কেননা ঃ—

ওর পরে দৃষ্টি মোর হয়ে নিপতিত
এ মোর নয়ন দুটি বাষ্পেতে পূরিত।
হৃদয় হতেছে বদ্ধ বাৎসল্য-বন্ধনে,
কি অপূর্ব্ব প্রসন্নতা সমুদিত মনে।
হইতেছে ধৈর্য্য লোপ—দেহের কম্পন,
ইচ্ছা করে দিই ওরে গাঢ় আলিঙ্গন॥

কঞ্চু।—ভগবতি! ঐ খানেই থাকুন।

(তাপসী ও কুমারের তথা অবস্থান)

রাজা।—মাতঃ! প্রণাম।

তাপসী।—মহাভাগ! চন্দ্রবংশের বিস্তারকারী হও। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! না বোলে দিলেও, রাজর্ষির সঙ্গে যে এর ঔরস-সম্বন্ধ আছে তা বেশ বোঝা যায়। (প্রকাশ্যে) জাদু! তোমার পিতাকে প্রণাম কর।

কুমার। (ধনু-সমেত কৃতাঞ্জলি হইয়া)

রাজা।—দীর্ঘায়ু হও।

কুমার।—(স্বগত)

স্নেহ-বাণী শুনি' যদি, মনে হয় ইনি পিতা
—ইঁহারি ঔরস-পুত্র আমি,
উৎসঙ্গে বর্দ্ধিত যারা তাহাদের ভালবাসা
পিতা-পরে কতই না জানি॥

রাজা।—ভগবতী! কি প্রয়োজনে আসা হয়েছে?

তাপ।—মহারাজ! শুনুন তবে।

এই দীর্ঘায়ু বৎস "আয়ু" জন্মাবা মাত্রেই কোন কারণে উর্ব্বশী

একে আমার কাছে রেখে দিয়ে যান্। ক্ষত্রিয় কুমারের জাত-কর্ম্মের যেরূপ বিধান আছে তৎসমস্তই ভগবান চ্যবন-ঋষি সম্পাদন করে-ছেন। আর, কুমার সমস্ত বিদ্যা-শিক্ষা করে' ধনুর্ব্বেদেও সুশিক্ষিত হয়েছেন।

রাজা।—তবে তো এটির অভিভাবকও আছে দেখ্‌চি।

তাপ।—আজ ঋষিকুমারদের সঙ্গে এ পুষ্প-সমিৎ আহরণ করতে গিয়ে একটি আশ্রম-বিরুদ্ধ কাজ করেচে।

বিদূ।—(আবেগ-সহকারে) সে কিরূপ ?

তাপ।—শুন্‌লেম, এক খণ্ড আমিষ নিয়ে একটা গৃধ্র বৃক্ষশাখায় বসে ছিল—এ তাকে লক্ষ্য করে' বাণ-বিদ্ধ করে।

বিদূ।—(রাজাকে অবলোকন)

রাজা।—তারপর তারপর ?

রাজা।—তারপর,ভগবান চ্যবন এই বৃত্তান্ত জান্‌তে পেরে আমাকে আদেশ করলেন, "এই ন্যস্ত বালককে যথা স্থানে প্রত্যর্পণ করে' এসো—তাই আমি দেবী উর্ব্বশীর সহিত সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা করি।

রাজা।—আচ্ছা, ভগবতি তবে আসন গ্রহণ করুন।

তাপ।—(উপনীত আসনে উপবেশন)

রাজা।—লাতব্য ! উর্ব্বশীকে আহ্বান কর।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান)

রাজা।—(কুমারকে অবলোকন করিয়া) এসো বৎস এসো।

সুত-স্পর্শ-সুখ নাকি সর্ব্বাঙ্গ-শরীর-ব্যাপী
আমি শুধু এই কথা লোক-মুখে শুনি।
তাই কাছে আসি' ওরে ! হরষিত কর্ মোরে
চন্দ্রকর-স্পর্শে যথা চন্দ্রকান্ত-মণি॥

তাপ।—জাদু! তোমার পিতাকে সুখী কর।

কুমার।—(রাজার নিকটে গিয়া পাদগ্রহণ)

রাজা।—(কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া পাদপীঠে বসাইয়া) বৎস! এই দিকে তোমার পিতার প্রিয়সখা ব্রাহ্মণকে নির্ভয়ে প্রণাম কর।

বিদূ।—আমাকে দেখে আবার ভয় কিসের? আশ্রমে তো অনেক বানর দেখেছ?

কুমার।—(সস্মিত) তাত! প্রণাম করি।

বিদূ।—কল্যাণ হোক্!

(উর্ব্বশী ও কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—এইদিকে দেবি এই দিকে।

উর্ব্ব।—(কুমারকে দেখিয়া স্বগত) কে ওটি পাদ-পীঠে বসে আছে, আর স্বয়ং মহারাজ ওর শিখা বন্ধন করে' দিচ্চেন? (তাপসীকে দেখিয়া স্বগত) ওমা! এ যে সত্যবতী—তাতেই মনে হচ্চে, ওটি আমার পুত্র আয়ু।—বেশ বড় হয়েছে তো!

(পরিক্রমণ)

রাজা।—(উর্ব্বশীকে দেখিয়া)

ওই যে জননী তব
—দৃষ্টি ওঁর তোমা পানে স্থির।
স্তনাংশুক ভেদি' দেখ
স্নেহরস হতেচে বাহির॥

তাপ —জাদু! মায়ের কাছে এগিয়ে এসো।

কুমার।—(উর্ব্বশীর নিকটে আগমন)

উর্ব্ব।—ভগবতীর চরণে প্রণাম করি।

তাপ।—বৎসে! পতির আদরিণী হও।

কুমা।—জননি! প্রণাম করি।

উর্ব্ব।—(কুমারের মুখ তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন) বৎস! পিতৃ-ভক্ত হও। (রাজার নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্।

রাজা।—এসো পুত্রবতি, কাছে এসো। এইখানে বোসো। (অর্দ্ধাসন প্রদান)

তাপ।—সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা করে' কুমার এখন কবচধারী হয়েচে। যাঁকে তুমি আমার হাতে সমর্পণ করেছিলে, তাকে তোমার পতির সমক্ষেই দেখ আবার ফিরিয়ে দিলেম। তা, এখন বিদায় নিতে ইচ্ছা করি, আমার আশ্রম-ধর্ম্মের ব্যাঘাৎ হচ্চে।

উর্ব্ব।—অনেক দিনের পর দেখা হওয়ায় দর্শন-তৃষ্ণা আমার যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়েচে। ছাড়তেও পারচি নে, আবার আশ্রমের ব্যাঘাত করাটাও অন্যায় মনে হচ্চে। আচ্ছা যান তবে অর্য্যে! কিন্তু আবার যেন দেখা হয়।

তাপ।—আচ্ছা সেই ভাল।

কুমা।—আপনি সত্যি ফিরে যাচ্চেন?—তবে আমাকেও আশ্রমে নিয়ে যান্।

রাজা।—দেখ বৎস! প্রথম-আশ্রমে তুমি তো বাস করে' এসেচ; এখন তোমার দ্বিতীয় আশ্রমে থাকবার এই সময়।

তাপ।—যাদু! তোমার পিতা যা বলচেন তাই কর।

কুমা।—আচ্ছা তবে ঃ—

"মণিকণ্ঠ" যে শিখীর
চূড়াটি দিতাম চুলকায়ে
আর অম্নি কোলে মোর
অকাতরে পড়িত ঘুমায়ে,
পুচ্ছটি উঠিলে তার
হেথা তারে দিও গো পাঠায়ে॥

তাপ।—(হাসিয়া) আচ্ছা তাই হবে। তোমাদের কল্যাণ হোক্।

(প্রস্থান)

রাজা।—কল্যাণি।

এ তব সুপুত্র পেয়ে পুত্রবানদের মাঝে
আজি আমি হনু অগ্রগণ্য।
পৌলোমী-সম্ভব পুত্র জয়ন্তিরে লভি যথা
পুরন্দর হইলেন ধন্য॥

উর্ব্ব।—(স্মরণ হওয়ায় রোদন)

বিদূ।—একি! হঠাৎ অশ্রুমুখী হলেন কেন?

রাজা।—

কেন বা সুন্দরি তুমি কাঁদিছ এখন?
বংশধর পেয়ে যে গো আমি হৃষ্ট-মন।
পীনস্তন-পরে প্রিয়ে ফেলি' অশ্রুধার
রচিলে যে দ্বিতীয় এ মুকুতার হার॥

(অশ্রু বিসর্জ্জন)

উর্ব্ব।—শোন মহারাজ! অনেক দিনের পর পুত্রটিকে আবার দেখ্‌তে পেয়ে তখন একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলেম। মহেন্দ্রের নাম করায় তাঁর সেই নিয়মটার কথা আমার মনে পড়্‌ল—আর তাতেই আমার হৃদয়ে এখন কষ্ট উপস্থিত হয়েছে।

রাজা।—বল—সে নিয়মটি কি?

উর্ব্ব।—পূর্ব্বে মহারাজের প্রতি আমার হৃদয় যখন আসক্ত হয়, তখন মহেন্দ্র আজ্ঞা করেছিলেন—

রাজা।—কিরূপ আজ্ঞা?

উর্ব্ব।—"যখন আমার প্রিয়সখা রাজর্ষি, তোমার গর্ভ-সম্ভূত পুত্রমুখ দর্শন করবেন, তখন অবার আমার নিকটে তোমার আস্‌তে হবে।"

তাই পাছে মহারাজের সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটে, এই ভয়ে আমি পুত্র জন্মাবা মাত্রই বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্তে চ্যবনের আশ্রমে আর্য্যা সত্যবতীর হস্তে পুত্রটিকে প্রকাশ্যে সমর্পণ করেছিলেম। এখন আমার পুত্রটি পিতৃ-সেবায় সমর্থ হয়েছে মনে করে' তিনি আমাকে প্রত্যর্পণ করেচেন। তাই মহারাজের সহিত একত্র বাস করা আজ হতে আমার শেষ হল।

(সকলের বিষাদ)

রাজা।—অহো! সুখসম্ভোগে দৈবের কি প্রতিকূলতা! (নিশ্বাস ছাড়িয়া)

পুত্র লাভে আশ্বাসিত হইনু যেমনি
বিচ্ছেদ তোমার সনে ঘটিল অমনি।
তাপ-ক্লিষ্ট তরু যথা প্রথমে শীতল হয়
নবমেঘ-বরিষণে
কিন্তু গো সহসা যথা পড়ে ঘোর বজ্রানল
তদুপরি পরক্ষণে॥

বিদূ।—একি! এই অর্থ হতেই যে আবার অনর্থ উপস্থিত হল! এখন আমার মনে হয়, বল্কল ধারণ করে' আপনার তপোবনে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

উর্ব্ব।—হায় আমি কি হতভাগিনী! না জানি এখন মহারাজ আমাকে কি মনে করচেন। হয়তো মনে করচেন,—আমার পুত্রলাভ হয়েচে, পুত্র কৃতবিদ্য হয়েচে, আমার সমস্ত কাজ শেষ হয়েচে, আর অমনি আপনাকে ছেড়ে আমি এখন স্বর্গারোহণ করচি।

রাজা।—না না—আমি তা মনে করচি নে।

পরাধীন জন যে গো, বিচ্ছেদ সুলভ তার,
সাধিতে পারে না সে যে, যাহা প্রিয় আপনার।

অতএব যাও তুমি,
থাকো গিয়া পতির শাসনে।
আমিও পুত্ত্রেরে দিয়া
রাজ্য-ভার, যাই তপোবনে
—চরে যেথা মৃগকুল
ইতস্ততঃ আনন্দিত মনে॥

কুমা।—তাতঃ! মহাবৃষের ভার দুর্ব্বল বৎসতরের উপর দেবেন না।

রাজা।—দেখ বৎস!

শিশু হইলেও গজ
হয় যদি "মদগন্ধ"-জাতি
সহজে শাসন করে
অন্য গজে সেই শিশু-হাতী।
হলেও ভুজঙ্গ শিশু
অতি উগ্র বিষ হয় তার,
বাল্য-দশাতেও নৃপ
বহিতে পারে গো পৃথ্বী-ভার॥

দেখ লাতব্য! আমার নাম করে' অমাত্য-পরিষদ্‌কে বল, আয়ুর রাজ্যাভিষেকের আয়োজন যেন এখনি করা হয়।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞে মহারাজ।

(সকলের দৃষ্টিরোধ)

রাজা।—(আকাশের দিকে অবলোকন করিয়া) এ কি! বিনা মেঘে যে বিদ্যুৎ প্রকাশ!

উর্ব্ব।—(দেখিয়া) ওমা! ভগবান নারদ যে!

রাজা—তাই তো! ভগবান নারদ যে!

সুপিঙ্গল জটাজুট গোরোচনা-রেখা যথা
নিকষ-প্রস্তরে,
যজ্ঞ-উপবীত শোভে যেন শুভ্র শশি-কলা
বক্ষের উপরে।
মুক্তাহার-বিবর্জ্জিত এই ভূষণের শোভা
অতি অনুপমা
—চলন্ত কল্পতরু তাহা হতে নাবে যেন
কাঞ্চন নমনা।

ওঁকে অর্ঘ্য দেও—অর্ঘ্য দেও।

উর্ব্ব।—(অর্ঘ্য আনিয়া) এই ভগবানের অর্ঘ্য।

রাজা।—(উর্ব্বশীর হস্ত হইতে লইয়া অর্ঘ্যাঞ্জলি প্রদান) ভগবন্! অভিবাদন করি।

উর্ব্ব।—ভগবন্! প্রণাম করি।

নার।—বিরহ-শূন্য দম্পতী হও।

রাজা।—(স্বগত) তাই যেন হয়। (কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া প্রকাশ্যে]) বৎস! ভগবানকে প্রণাম কর।

কুমা।—ভগবন্! উর্ব্বশী-পুত্রের প্রণাম গ্রহণ করুন।

নার।—দীর্ঘায়ু হও।

রাজা।—অনুগ্রহ করে' এই আসনে উপবেশন করুন।

নার।—(উপবিষ্ট)

(নারদ বসিলে সকলের উপবেশন)

নার।—মহেন্দ্রের আদেশ শ্রবণ করুন।

রাজ।—বলুন, আমি অবহিত হয়ে শুন্‌চি।

নার।—প্রভাবদর্শী ভগবান ইন্দ্র আপনাকে বন গমনে কৃতনিশ্চয় জেনে আপনাকে এই আদেশ করচেন—

রাজা।—কি আদেশ ?

নার।—ত্রিকাল-দর্শী মুনিগণ ভবিষ্যদ্‌বাণী করেচেন, দেবাসুর-সংগ্রাম আসন্ন। আপনিও দেব-সংগ্রামে অমরদের সহায়; অতএব এ সময় আপনার শস্ত্র ত্যাগ করা উচিত হয় না। আর, এই উর্ব্বশী যাবজ্জীবন আপনারই সহধর্ম্মচারিণী হয়ে থাকুন।

উর্ব্ব।—(চুপি চুপি) মাগো! হৃদয় থেকে যেন একটা শেল চলে গেল।

রাজা।—আমি তো দেবরাজেরই আজ্ঞাধীন।

নার।—ঠিক্।

তব কার্য্য করিবেন বাসব সাধন,
তুমিও করিবে তাঁর ইষ্ট আচরণ।
বর্দ্ধন করেন সূর্য্য দেখ হুতাশনে,
অগ্নিও স্বকীয় তেজে বাড়ান তপনে॥

(আকাশের দিকে অবলোকন করিয়া) ওগো রম্ভা! কুমার আয়ুর যৌবরাজ্যের অভিষেকার্থ স্বয়ং মহেন্দ্র যে সকল সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন, শীঘ্র সে সমস্ত নিয়ে এসো।

অভিষেকের সামগ্রী লইয়া রম্ভার প্রবেশ।

রম্ভা।—ভগবন্! এই অভিষেকের সামগ্রী।

নার।—আয়ুষ্মান্! এই মঙ্গল-পীঠে উপবেশন কর।

রম্ভা।—এই দিকে বৎস। (কুমারকে বসাইয়া)

নার।—(কুমারের মস্তকে কলসের জল ঢালিয়া) রম্ভে! এইবার শেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন কর।

রম্ভা।—(তথা করণ) বৎস! ভগবানকে প্রণাম কর

কুমা।—(যথাক্রমে প্রণাম)।

নার।—কল্যাণ হোক!

রাজা।—কুল-ধুরন্ধর হও।

উর্ব্ব।—পিতার সেবক হও।

(নেপথ্যে বৈতালিকদ্বয়)

প্রথম।— দেব-মুনি অত্রি যথা
ব্রহ্মা-সম গুণের নিধান,
অত্রি-সম শশধর,
শশধর বুধের সমান,
বুধের সমান যথা
গুণ ধরে আমাদের ভূপ,
লোক-কান্তগুণে তথা
তুমি হও পিতৃ-অনুরূপ।
কি করিব আশীর্ব্বাদ ?
—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুল তব
পূর্ব্ব হতে সেই কুলে
আশীষ সমাপ্ত সব॥

দ্বিতীয়।— উচ্চদেরো অগ্রগণ্য
স্থিতিমান যথা হিমাচল
আছিলা তোমার পিতা ;
লক্ষ্মী তাই তাঁহাতে অচল।
অসীম তোমারো ধৈর্য্য
তাই লক্ষ্মী তোমাদের মাঝে
বিভক্ত হইয়া যেন
আরো কত শোভায় বিরাজে।
—গঙ্গা যথা, রত্নাকর আর হিমাচল
উভয়েরে বিভাগিয়া দেন তাঁর জল॥

রম্ভা।—(উর্ব্বশীর নিকটে আসিয়া) সখি ! ভাগ্যবলে আজ তুমি পুত্রের যৌবরাজ্য-অভিষেক দেখলে—আবার পতির সঙ্গেও তোমার আর বিচ্ছেদ ঘটল না।

উর্ব্ব।—এ সৌভাগ্য আমাদের উভয়েরই সাধারণ।

(কুমারের হস্তধারণ করিয়া) এসো বৎস, তোমার জ্যেষ্ঠ-মাতাকে অভিবাদন করসে।

কুমা।—স্থিরভাবে অবস্থান।

নার।—এখন ঐখানেই থাকো। সময় হলে ওঁর নিকটে যেও।

তব পুত্র আয়ুষের যৌবরাজ্যে অভিষেক
দেখি' মোর মনে পড়ে আজ
—যবে সেই কার্ত্তিকেরে করিলেন অভিষেক
সেনাপতি-পদে দেবরাজ॥

রাজা।—ভগবন্ ! আপনার যখন এতটা অনুগ্রহ, তখন কেন না সে যোগ্য হবে ?

নারদ।—দেবরাজ তোমার আর কি প্রিয় কার্য্য করবেন বল।

রাজা।—দেবরাজ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাই যথেষ্ট, তা অপেক্ষা প্রিয় আর আমার কি হতে পারে ? তথাপি এই প্রার্থনা—

পরস্পর-বিসম্বাদী লক্ষ্মী সরস্বতী
—একাধারে সম্মিলন সুদুর্লভ অতি।
সাধুসজ্জনের যেন মঙ্গলের তরে
তাঁহাদের সম্মিলন ঘটে পরস্পরে॥

সম্পূর্ণ।